Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Bhadra 23, 1433 Bangla, September 07, 2026, Monday, No. 244, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has directed authorities concerned to step up cleanliness and public awareness campaigns across country to prevent spread of dengue. [R. Today: 25]

The Prime Minister has ordered all concerned to play due role in ensuring pollution-free rivers and clean environment for future generation. [R. Today: 26]

The President has urged political parties to move country forward through dialogue. [R. Today: 25]

Jatiya Sangsad has passed the "Transfer of Property (Amendment) Bill, 2026," allowing eligible property donors to retain their right to enjoy transferred property during lifetime. [BBC: 12]

Home Minister has stated that Rohingya crisis is not only a problem for Bangladesh, it has become a major threat to security of entire region. [R. Today: 27]

Finance Minister has informed that default loans at six state-owned banks has stood at Tk 1,47,776.36 crore. [R. Today: 26]

State Minister for Health has warned that dengue situation in country could reach to alarming level during last week of September or first week of October. [Jago FM: 21]

Bangladesh Bank has raised annual foreign exchange travel quota for Bangladeshi nationals travelling abroad from existing $12,000 to $18,000. [BBC: 09]

Participants in G-20 finance ministers' meeting in US, have expressed concern over impact of US war with Iran on global markets & called for a swift end to the conflict. [R. Tehran: 15]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ভাদ্র ২৩, বাংলা ১৪৩৩, সেপ্টেম্বর ০৭, ২০২৬, সোমবার, নং- ২৪৪, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ডেঙ্গুর বিস্তার ঠেকাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশজুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জন-সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [রে. টুডেঃ ২৫]

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত নদী ও পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর। [রে. টুডেঃ ২৬]

আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। [রে. টুডেঃ ২৫]

সম্পত্তি দান করার পরও আজীবন বাবা-মা'র ভোগ-দখল করার অধিকার নিয়ে 'সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) বিল, ২০২৬' জাতীয় সংসদে পাস। [বিবিসিঃ ১২]

রোহিঙ্গা সঙ্কট এখন কেবল বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়, এটি সমগ্র অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্যই বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। [রে. টুডেঃ ২৭]

রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ৬ ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা --- জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী । [রে. টুডেঃ ২৬]

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বিপজ্জনক রূপ নিয়ে সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। [জাগো এফএমঃ ২১]

বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা খরচের সীমা ১২ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার ডলার করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। [বিবিসিঃ ০৯]

জি-২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের বৈশ্বিক বাজারের ওপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই সংঘাতের দ্রুত অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন। [রে. তেহরানঃ ১৫]

বিবিসি

রাষ্ট্রপতির আদেশে এনবিআরের ২০ কর্মকর্তার শাস্তি মওকুফ

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারির বিরোধিতা করে গত বছর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০ কর্মকর্তার শাস্তি মওকুফ করেছেন রাষ্ট্রপতি। এই কর্মকর্তারা তাদের দণ্ড মার্জনা করার আপিল আবেদন করলে সেটি মঞ্জুর করে ওই আদেশ বাতিলের আদেশ দেন রাষ্ট্রপতি। রোববার অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ পৃথক ২০টি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। যাদের শাস্তি বাতিল হয়েছে তারা হলেন, কমিশনার জাকির হোসেন (চলতি দায়িত্ব), অতিরিক্ত কর কমিশনার হাছান তারেক রিকাবদার, মির্জা আশিক রানা, চাঁদ সুলতানা চৌধুরানী, সুলতানা হাবীব, মুরাদ আহমেদ, সিফাত ই মরিয়ম, আমীমুল ইহসান, সাধন কুমার কুণ্ডু। এছাড়া যুগ্ম কর কমিশনার মোনালিসা শাহরীন, মামুন মিয়া, মাসুমা খাতুন, মোরশেদ উদ্দীন খান, সানোয়ারুল কবির, উপ-করকমিশনার জিল্লুর রহমান, ইমাম তৌহিদ হোসেন, সাইদুল ইসলাম, শাহাদাৎ জামিল, রাজস্ব কর্মকর্তা সবুজ মিয়া এবং শফিউল বশর। এসব প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গত বছর ২৪ জুন জাতীয় রাজস্ব ভবনের প্রবেশ পথে অবস্থান করে বদলির আদেশ প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে তারা "সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯„ লঙ্ঘন করেছে। ওই আন্দোলনের সময় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কার্যালয় অবরুদ্ধ রাখা হয় এবং সারা দেশে দুইদিনের কর্মবিরতি পালন করা হয়। এর ফলে আমদানি-রপ্তানি স্থবির হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু করেন এবং তাকে সংসথার কার্যালয়ে 'অবাঞ্ছিত, ঘোষণা করেন। সেই দাবিতে তারা 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। এমন প্রেক্ষাপটে এনবিআরের সেবাবে 'অত্যাবশকীয়' সেবা বলে ঘোষণা করে অন্তর্বর্তী সরকার। সংকট পাঁচ উপদেষ্টাকে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। পরে ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যস্থতায় তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে কাজে ফেরেন। কিন্তু এরপর তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও নানা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে শুরু করে সরকার। সেই সময় ১১ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও অনুসন্ধান করেছিল দুদক। পরে বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল এনবিআর। এর মধ্যে বাধ্যতামূলক অবসর, সাময়িক বরখাস্ত, এবং বেতন গ্রেড অবনমনও রয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রূপপুর থেকে বিদ্যুৎ পেতে দেরি হচ্ছে কেন?

এ বছর এপ্রিল মাসে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোডিংয়ের পর সেপ্টেম্বর থেকে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে- এমন ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবতা হলো- সেপ্টেম্বরে বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং এ বছরেও পাওয়া যাবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এর কারণ পারমাণবিক চুল্লির একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হয়নি। রূপপুরে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করতে জটিলতা কোথায়- এ প্রশ্নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পারমাণবিক চুল্লির পাইলট-অপারেটেড রিলিফ ভালভ নামে একটি যন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। রূপপুর প্রথম ইউনিটে দুটি সেফটি ভালভ কাজ করছে না বলেও জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রূপপুরে ভালভের এই জটিলতার বিষয়টি ছিল অপ্রত্যাশিত। এটাকে বলা হয় পিওআরবি ভালব। এইটা আমাদের প্রবলেমটা করছে। আমাদের বিজ্ঞানী ও রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। রোসাটমের চিফ ডিজাইনারও এখানে এসেছেন।„ "দুটো ভালভ দেখা যাচ্ছে কাজ করছে না। এটাকে খুলতে গিয়ে দেখা যায় প্রবলেম আছে। এটা রিপেয়ার করে যখন লাগায়, দেখা যায় কাজ করছে না। এখানে টেম্পারেচার হয়ত প্রায় ২৮০-৩০০ ডিগ্রির তামপাত্রা হয়ে যায়। তারপরে প্রেসার ১৮ এর উপরে গেলে অটোমেটিক ভালভটা খুলে যায়। কিন্তু ভালভটা খুলছে না। এই টেস্টটা বারবার করার পরেও সাকসেসফুল হতে পারি নাই।„

সেফটি ভালভ কেন গুরুত্বপূর্ণ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে যন্ত্রাংশের পরীক্ষা থেকে জটিলতা ও উৎপাদন বিলম্ব হচ্ছে, সেটি মূলত দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার অংশ। কারিগরি ভাষায় এটি পাইলট-অপারেটেড রিলিফ ভালভ বা প্রেশারাইজার সেফটি রিলিফ ভালভ নামে পরিচিত। সেফটি রিলিফ ভালভ চুল্লিতে প্রেশারাইজারের উপরের অংশে স্থাপন করা থাকে। এগুলোর প্রধান কাজ হলো চুল্লির প্রাথমিক শীতলীকরণ ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত চাপ থেকে সুরক্ষা দেওয়া। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রযুক্তিতে পারমাণবিক চুল্লির নির্দিষ্ট তাপ ও চাপ বজায় রাখতে এই ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি চাপ নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে ভালভগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যায় এবং উচ্চচাপের বাষ্প একটি রিলিফ ট্যাংকে ছেড়ে দেয়। চাপ আবার নিরাপদ মাত্রায় নেমে এলে ভালভগুলো বন্ধ হয়ে বাষ্পের নির্গমন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে প্রাথমিক শীতলীকরণ ব্যবস্থা আবার আবদ্ধ অবস্থায় ফিরে আসে। রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় এরকম দুটি ভালভ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করছে না। "সেফটি ভালভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে রিয়্যাক্টরের ভেতরে তাপামাত্রা এবং পানির ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেই কারণে প্রেসার সেইফটি ভালভ যদি ঠিকমতো কাজ না করে,

তাহলে কিন্তু বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এটা রিয়্যাক্টর সেইফটি সিস্টেমের একটা হার্ট,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. মো. শফিকুল ইসলাম।

ড. শফিকুল ইসলাম রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের অগ্রগতি শুরু থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন। নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) সঙ্গে কাজ করেন। তিনি বলেন, এটি কাজ না করলে চুল্লিতে তাপ ও চাপের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। এই ভালভের গুরুত্ব বোঝাতে ঐতিহাসিক উদাহরণ হলো, ১৯৭৯ সালের যুক্তরাষ্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ড দুর্ঘটনা। ওই দুর্ঘটনায় একটি পিওআরভি খোলা অবস্থায় আটকে যায় এবং এর মাধ্যমে প্রাথমিক কুল্যান্ট বের হতে থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে অপারেটররা ভালভটির প্রকৃত অবস্থার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। ড. ইসলাম বলেন, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানোর জন্য ভিভিআর-১২০০ মডেলের ডিজাইনে তিনটি স্বতন্ত্র ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রধান ভালভ হিসেবে কাজ করে, আর অপর দুটি অতিরিক্ত ও বিকল্প সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। ফলে কোনো একটি সুরক্ষা ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিলে অন্য ভালভগুলো অতিরিক্ত সুরক্ষা দিতে পারে। সেইফটি ভালভ ওয়াটার ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তাপ চাপের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেসারাইজার চাপটাকে সব সময় স্থির রাখার চেষ্টা করে। কমে গেলে বৃদ্ধি করে এবং বেড়ে গেলে কমিয়ে ফেলে। এটা নিয়ন্ত্রণ হয় পানির প্রবাহের মাধ্যমে। পানির সঠিক প্রবাহ মেইনটেইন করার জন্য প্রেসার রিলিফ ভাভ কাজটা করে। ”কারণ পানির ফ্লো কম বা বেশি হলে এটা ইফেক্ট করবে। যখন বেশি চাপ বা স্টিম তৈরি হয়ে গেলে সেটা বাইপাস করতে হয়, যেটি তখন ভালভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ হয়। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করার কথা। সেই কাজটা অটোমটিক না হলে পরীক্ষার অন্যান্য ধাপে যাওয়া সম্ভব নয়।„

সমাধান কীভাবে হবে

সেফটি ভালভের এই সমস্যা সমাধান করে পরবর্তী ধাপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেই পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। বিদ্যমান ভালভগুলো কাজ না করলে শেষ পর্যন্ত নতুন করে প্রস্তুত করে আনার প্রয়োজন হতে পারে বলেও জানানো হচ্ছে। এই পরীক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে রেগুলেটরি অথরিটি অর্থাৎ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালুর ছাড়পত্র বা অনুমোদন দেবে না বলে জানিয়েছে। শফিকুল ইসলাম বলেন, যন্ত্রের ত্রুটি ধরা পড়লে আরেকটা বিকল্প যন্ত্র আনতে হয়। সেটা নিয়ে আসা সময়সাপেক্ষ। চাইলেই পাওয়া যায় না। এগুলো অর্ডার করে বিশেষ ডিজাইনের হয়। তাই নির্দিষ্ট করে কোনো দিনক্ষণ বলা যাবে না। অনুমান-নির্ভর দিনক্ষণ বলা যায়, কিন্তু এটি নির্ভর করবে চূড়ান্তভাবে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার উপর। ”পাইলট অপারেটেড রিলিফ ভালভ বা পিওআরভি বলা হয়। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভালভ। এটা সমাধান না করলে সামনে এগুনো যাবে না। এটা তো রিয়্যাক্টরের ভেতরের বিষয়। বাইরে আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকি আছে। এটা যদি রেডি থাকে বা স্পেসিফিক ডিজাইন অনুযায়ী সহসা নিয়ে আসতে পারে, তাহলে হয়ত খুব দ্রুত এটা সমাধান করতে পারে। বানিয়ে নতুন করে এনে লাগানোর প্রয়োজন হলে সময় সাপেক্ষ হবে।„ রেগুলেটরি বডি এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলাফল দেখে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স দিতে হবে। তাদেরও অনেক রিভিউ করতে সময় লাগবে। বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই লাইসেন্স দেবে। ড. ইসলাম বলছেন, কিছু ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ দিয়ে যাচাই করে ছাড়পত্র বা লাইসেন্স দেওয়া হয়। শতভাগ নিশ্চয়তা ছাড়া ছাড়পত্র দেওয়ার সুযোগ নেই।

পারমাণবিক কেন্দ্রে ফুয়েল লোড একটা মাইলস্টোন এর পরের ধাপ হলো ক্রিটিকালিটি টেস্ট। শত শত কঠিন জটিল পরীক্ষা-নীরিক্ষা সম্পন্ন করে শতভাগ নিশ্চিত করেই পরের ধাপে অগ্রসর হতে হবে। এখানে তাড়াহুড়া করার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক মাণদণ্ড অনুযায়ী এই পরীক্ষা সম্পন্ন করে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যেতে একবছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ”জেনারেটর, টারবাইন, গ্রিড সব সিনক্রোনাইজ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার বিষয় আছে। হঠাৎ করে যদি পাওয়ার চলে যায়, সেটাও পরীক্ষা করার বিষয় আছে যে, জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার সিস্টেমগুলো ধাপগুলো ঠিকমতো কাজ করছে কি না। এখানে শত শত টেস্ট আমাদের সম্পন্ন করতে হয় এবং হবে। এটা অনেক কঠিন একটা বিষয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অনেক সময় ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে। সেটা সহজেই সমাধান করা যায় না। কারণ এটা বিশেষ একটি প্রকৌশল বিদ্যা,„ ড. শফিকুল ইসলাম বলেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেয়নি। সংস্থার পক্ষে বলা হয়, তারা সবকিছু নিবিঢ় পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ধাপের অগ্রগতি এবং কোথায়, কী সমস্যা হচ্ছে, সেটা কীভাবে সমাধান হচ্ছে- সেগুলো সব দেখে নিশ্চিত হয়েই লাইসেন্স দেওয়া হবে। পরমাণু বিজ্ঞানীরা বলছেন, রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের ডিজাইনে আরো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে। রাশিয়া এবং বেলারুশে এর রেফারেন্স প্ল্যান্ট আছে। সুতরাং এর সম্ভাব্য সমস্যা কী হবে এবং তার সমাধান কী এগুলো ঠিকাদার এবং বাস্তবায়নকারী পক্ষের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমেই এগুতে হবে। জ্বালানি লোডিংয়ের পরবর্তী ধাপে 'নিউক্লিয়ার পাওয়ার ইউনিট কমিশনিং শিডিউল' চুক্তি থাকা দরকার। দুইপক্ষের মধ্যে সমঝোতার এই লিখিত চুক্তিতে কবে কোন পরীক্ষাটি হবে, কীভাবে হবে, সমস্যা হলে তার সমাধান কী- এসব বিষয় লিখিত ডকুমেন্ট থাকে। বিলম্ব হলে তার জন্য ঠিকাদার কী ক্ষতিপূরণ দেবে, সেটিও উল্লেখ থাকা দরকার বলে মনে করেন পারমাণু বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশে এরকম কোনো

চুক্তি আছে কি না বিজ্ঞান মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। ”মেইন অ্যাগ্রিমেন্ট যেটা ওদের, এটা চালিয়ে দিতে হবে। রোসাটমের সঙ্গে চুক্তি হলো আমাদের রূপপুর নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টটাকে চালাতে হবে। এটা হলো হোল বটম লাইন। এখন স্পেয়ার লাগুগ, রিপেয়ার লাগুক- এটাতো রোসাটমের দায়িত্ব এটা চালিয়ে আমাদের হাতে দিতে হবে। এটা থেকে সরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই ওদের।„

বিদ্যুৎ উৎপাদন কবে

দেশে বিদ্যুতের সংকটের মধ্যে রূপপুর পরীক্ষামূলক চালু হলেও একটা সাশ্রয় এবং স্বস্তি পাওয়া যেত। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো স্পর্শকাতর উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে শতভাগ নিশ্চিত হয়েই একটার পর একটা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। বর্তমানে যে পর্যায়ে আছে, এখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধাপে যেতে আরো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বলেই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ও জানাচ্ছে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখন বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান মন্ত্রী বিবিসি বাংলাকে বলেন, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট সেইফটি সিকিউরিটি হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি। মন্ত্রী বলেন, ”তাড়াহুড়া করে কিছু করার চেষ্টা করার কোনো স্কোপ নাই। সুতরাং সমস্ত সেইফটি সিকিউরিটিকে আমলে নিয়ে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি দিয়ে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার এবং রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা চেষ্টা করছে। আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। একটু দেরি হতে পারে।„ ”সুনির্দিষ্ট দিন বলতে সাহস পাচ্ছি না। এই যে ছোটোখাটো প্রবলেমগুলো হচ্ছে, এটা কিন্তু এক্সপেক্টেড না। আমরা ভাবি নাই, এগুলো আসবে। যেহেতু এগুলো এসেছে। দেয়ার আর সো মেনি স্টেজ। যেমন বি বিওয়ান তারপর ক্রিটিক্যাল টেস্ট আছে। কারণ ক্রিটিক্যাল টেস্টে গিয়ে আবার কী হয়। সুতরাং এই জিনিসগুলো আমরা টেস্ট না করার পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না, কী প্রবলেম হতে পারে। এইজন্যই টাইমফ্রেমটা এখন আর দিচ্ছি না আমরা। বাট চেষ্টা হচ্ছে।„ মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেন, আমরা একসাথে বসে কাজ করতেছি। আমরা প্রেসারেও রাখছি আবার আমাদের মাথার মধ্যে সেইফটি সিকিউরিটিটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি। ”এত বড়ো একটা প্রজেক্ট। আমি যখন ওয়াশিংটনে বললাল আমাদের এই প্রজেক্ট ২০১৭ সালে শুরু করেছি। আমিতো ফিউয়েল লোডিং শুরু করে দিয়েছি আমাকে দুয়েকজন বলে, আরে এটাতো কমপক্ষে দশ বছর লাগে। আমরা কিন্তু নয় বছরের মাথায় শুরু করে দিয়েছি। ইটস নট দ্যাট আমরা বেশি সময় নিয়েছি। এটা কিন্তু আমার এক্সপেরিয়েন্স ছিল না।„ পর্যবেক্ষকরাও বলছেন, এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলাটা অনুমান-নির্ভর হবে। পুরোটাই নির্ভর করছে সফলভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করার উপর। ড. শফিকুল ইসলাম বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ না করেই যদি আগাম ডেট দেয় এই মাসে, ওই মাসে আসবে- এটা আসলে টিকবে না। কারণ কারিগরি দিকটা পুরোপুরি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত সব চেক না করা পর্যন্ত বলা যাবে না যে, নির্দিষ্ট করে এই মাসে উৎপাদন শুরু করতে পারবো। ”ধাপে ধাপে অনেক কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী এগুলো সম্পন্ন করে দেখা লাগবে। এটা এখনো নিশ্চয়তা দিয়ে কেউ বলতে পারবে না, কবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে পারবে।„

প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে রাশিয়ার রোসাটম এবং বাংলাদেমে পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তবে জানা যাচ্ছে, প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোড করার পর ইতোমধ্যে ৯০টির বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জ্বালানি লোডিংয়ের পর ধাপে ধাপে পরীক্ষা চালিয়ে সাধারণত পূর্ণ সক্ষমতায় বিদ্যুৎ গ্রিডে দিতে দশ মাসের মতো সময় লাগে। এদিকে রূপপুর প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে গণমাধ্যম থেকে কথা বলতে চাইলে মন্ত্রী ছাড়া প্রকল্প এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব কারো কাছ থেকে বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটার ব্যাপারে একজন মুখপাত্র রাখা যেতে পারতো, সেটা হয়নি। ড. শফিকুল ইসলাম বলেন, যদি একটা মিডিয়া সেল থাকতো। দায়িত্বশীল কেউ যদি নিয়মিত মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতো বা রেগুলার ওয়েবসাইটে আপডেট থাকতো, তাহলে মানুষ বুঝতো। এটা কিন্তু শুরু থেকেই করেনি, এখনো নাই। ”এটা কবে চালু হবে, হবে কি না, কী ধরনের জটিলতা বিরাজ করছে বর্তমানে- এরকম যতই বিলম্ব হয়, ততাই মানুষের মধ্যে উদ্বিগ্নতা বাড়ে, আগ্রহ বাড়ে, সমালোচনা হয়, প্রশ্ন তৈরি হয়। এটা থাকবেই। যদি চালু হয়, তাহলে মানুষের প্রশ্ন কমে যাবে। আস্থা তৈরি হবে। চালু হওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।„ রাশিয়ার ঋণ ও কারিগরি সহয়তায় রূপপুরে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে বাংলাদেশ। রাশিয়ার সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩ সালে প্রথম ইউনিট উৎপাদন শুরু করার কথা ছিল। করোনা ভাইরাস মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জটিলতায় এর বাস্তবায়ন পিছিয়ে যায়। এছাড়া ৫ আগস্ট অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের সময় রূপপুর বাস্তবায়নে এক ধরনের অবহেলা ছিল বলে সমালোচনা আছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

মৃত্যুর ৩০ বছর পরেও নায়ক সালমান শাহকে ঘিরে আগ্রহ ও কৌতুহল কেন?

”আমার জীবনের একটা বড়ো আফসোসের জায়গা হলো সালমান শাহকে নিজের চোখে দেখতে না পারা। উনি বেঁচে থাকলে অবশ্যই গিয়ে দেখা করতাম। এতটা ভালো লাগে সালমান শাহকে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহমিদা জামান ইষ্টি। ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা মিজ ইষ্টির যখন জন্ম হয়, তার

প্রায় অর্ধ যুগ আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন নব্বই দশকে ঢাকাই চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক সালমান শাহ। তাহলে তার প্রতি এই ভালো লাগা কীভাবো জন্ম নিলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এই তরুণীর। "আসলে আমার বাবা-মা দু'জনই সালমান শাহ'র ফ্যান (ভক্ত)। ফলে ছোটোবেলায় তাদের কাছ থেকেই সালমান শাহ সম্পর্কে জানতে পারি। অল্প সময়ের ক্যারিয়ারে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে তার যে সাফল্য, তারপর হঠাৎ রহস্যজনক মৃত্যু- এগুলো আমাকে পরবর্তীতে আগ্রহী করে তোলে,„ বলেন মিজ ইষ্টি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাফিছা নূজহাতের অবশ্য প্রয়াত নায়ক মি. শাহকে ভালো লাগে অন্য কারণে। "উনাকে ভালো লাগে, কারণ উনি বাংলা সিনেমার অন্য নায়ক-নায়িকাদের মতো না। বেশ ব্যতিক্রম এবং উনার সবকিছুই খুবই আইকনিক,„ বলছিলেন মিজ নূজহাত। "অভিনয় বলেন বা ফ্যাশন সেন্স, সবক্ষেত্রেই উনি টু-স্টেপ এহেড (দু'কদম এগিয়ে) ছিলেন অন্যদের চেয়ে। বলা যায়, জেনারেশনের আইকন টাইপের (প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব)। যে কারণে উনার ফ্যাশন, সিনেমা, গান এখনও জনপ্রিয়,„ যোগ করেন তিনি। 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' সিনেমায় অভিনয় করে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে রাতারাতি তারকা বনে যান সালমান শাহ। এর বছর চারেকের মাথায় চলচ্চিত্রটির শেষ দৃশ্যের মতো তার জীবনের রথও হঠাৎ থেমে যায়। কিন্তু ক্যারিয়ারের ওই স্বল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকদের মনে ক্ষণজন্মা এই নায়ক এমনভাবে জায়গা করে নেন যে, মৃত্যুর তিন দশক পরও অনেকে তাকে ভুলতে পারেননি।

সিলেটের হযরত শাহজালালের দরগাহ সংলগ্ন যে কবরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, সেখানে এখনও অনেক ভক্তকে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তেমনই একজন ভক্ত বিবিসি বাংলাকে জানান যে, সালমান শাহ'র কবর দেখার জন্য তিনি প্রায় সাড়ে তিনশ' কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন। "আমি জামালপুর থেকে আসছি। উনাকে অনেক ভালো লাগে। এজন্য মাজারে এসে তার কবর জিয়ারত করলাম,„ বলেন ওই ভক্ত। মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরও সালমান শাহকে নিয়ে এখনও যে আলোচনা ও কৌতুহল বাংলাদেশের মানুষের দেখা যাচ্ছে, সেটি 'খুবই বিরল' বলে জানাচ্ছেন চলচ্চিত্র সমালোচকরা। "সালমান শাহ'র যেমন একটা ক্রেডি ফ্যানডম তৈরি হয়েছে, এটা কিন্তু অন্য নায়কদের ক্ষেত্রে হয়নি। তার ফ্যাশন, অভ্যাস-বদভ্যাস-এগুলোকে দর্শকরা এখনো ধারণ করে তাকে অনুসরণ করছে, এটা আমাদের দেশের বাস্তবতায় খুবই বিরল,„ বলছিলেন চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা ও অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন রাজু। দর্শক, পরিচালক এবং চলচ্চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, সালমান শাহ'র সাবলীল অভিনয়, চাল-চলন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে তরুণদের মধ্যে এখনও এক ধরনের আগ্রহ আছে। এর বাইরে, মৃত্যু রহস্য ঘিরেও তাকে নিয়ে অনেকের মধ্যে বাড়তি কৌতুহল তৈরি হয়েছে।

স্কুলে কেটে দেওয়া নামেই হয়ে ওঠেন বিখ্যাত

সিলেটের হযরত শাহজালালের দরগাহ সংলগ্ন কবরস্থান থেকে দুই কিলোমিটারের মতো দূরে দাড়িয়াপাড়া এলাকায় অবস্থিত সালমান শাহ ভবন, যেটি মূলত সালমানের নানাবাড়ি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই বাড়িতেই জন্ম হয়েছিল সালমান শাহ'র। আদর করে বাবা-মা তার নাম রাখেন চৌধুরী মোহাম্মদ সালমান শাহরিয়ার, ডাকনাম রাখা হয় ইমন। বাবা কমরউদ্দিন চৌধুরী ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। ইমনের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই তার পোস্টিং হয় কুমিল্লায়। পরে সেখানকার একটি স্কুলে শিক্ষাজীবন শুরু হয় ইমনের। কিন্তু স্কুলে ভর্তির সময় তার লম্বা নাম নিয়ে দেখা দেয় বিপত্তি। শিক্ষকরা জানান, ভর্তি করতে হলে নাম ছোটো করতে হবে। "তখন স্কুলে সালমানটা বাদ দিয়ে চৌধুরী মোহাম্মদ সালমান শাহরিয়ার রাখা হয়,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন সালমান শাহ'র মা নীলা চৌধুরী। শিক্ষকদের পরামর্শে ইমনের পরিবার যখন তার নাম থেকে 'সালমান' শব্দটি বাদ দিচ্ছিল, তখন তারা ঘুনাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেননি যে, বড়ো হওয়ার পর তাদের ছেলে ঢাকাই চলচ্চিত্রে নাম লেখাবেন এবং স্কুলে ফেলে দেওয়া নামেই সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠবেন। 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' মুক্তির আগে সিনেমাটির পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান তার সালমান নামটা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা রাখেন। "সোহান তখন বলতেছিল, আন্টি ওর নামটা তো পাল্টাতে হবে। আমি সালমান খান রেখে দিই। আমি বললাম, সালমান তো তার নামের সঙ্গেই আছে...সেটা রাখা যাবে। কিন্তু সালমান খান তো একজন আছে। তুমি বরং সালমান চৌধুরী রাখো,„ বলেন মিজ চৌধুরী। কিন্তু পরিচালক মি. সোহান সেই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় একপর্যায়ে সালমানের সঙ্গে 'শাহ' যুক্ত করা হয়। "ও যখন রাজি হলো না, তখন আমি একটু সময় চেয়ে নিলাম। সেসময় অভিনেতা নাসিরুদ্দীন শাহ'র আমি খুব ভক্ত ছিলাম। আমার ছেলের নামের সঙ্গেও শাহরিয়ার আছে। তখন আমি বললাম, শাহরিয়ারের 'শাহ' রাখো, 'রিয়ার' বাদ দিয়ে দাও। তাহলো হলো- সালমান শাহ,„ বলেন নীলা চৌধুরী।

চিত্রনায়ক হয়ে ওঠা

ছোটোবেলা থেকে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন সালমান শাহ। তার নানা কামরুজ্জামান বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশে' অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় জগতে পা রাখার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার কথা বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন মি. শাহ। তবে তার মা নীলা চৌধুরীও একসময় নিয়মিতভাবেই রেডিও এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানে গান গাইতেন। তার হাত ধরেই গত শতাব্দীর আশির দশকের শুরুর দিকে টিভি পর্দায় অভিষেক হয় সালমান

শাহ'র। শুরুটা হয়েছিল শিশু শিল্পী হিসেবে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিটিভি'র একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের গানে মডেল হন মি. শাহ। তার মা-ও সেখানে অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তীতে সালমান শাহ বিটিভি'র তালিকাভুক্ত শিল্পী হয়ে ওঠেন এবং একাধিক টিভি নাটকে অভিনয় করেন। সেসময় বেশকিছু বিজ্ঞাপন চিত্রেরও মডেল হয়েছিলেন সালমান। সালমান শাহের ভাষ্যমতে, নাটক ও বিজ্ঞাপন তিনি অভিনয় শুরু করেন শখের বসে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়ে যান। প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন তৎকালীন সময়ের খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির। আশির দশকের শেষদিকে তিনি ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। সেখানে রইস চরিত্রে অভিনয় করছিলেন সালমান শাহ। কিন্তু সিনেমাটির কাজ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৮৯ সালে এক দুর্ঘটনায় মি. কবির মারা যান। ফলে চলচ্চিত্রটিও পরবর্তীতে আর আলোর মুখ দেখেনি। এসব ঘটনা যখন ঘটছে, মুক্তির পর ততদিনে ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়ে গেছে বলিউডের সিনেমা 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'। সেই সাফল্য দেখে অনুমোদন নিয়ে ছবিটি রিমেক বা পুনঃনির্মাণ করার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আনন্দমেলা সিনেমা লিমিটেড। বাংলা নাম দেওয়া হয় 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত'। সিনেমায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তখন নতুন মুখ খুঁজছিলেন পরিচালক সোহানুর রহমান সোহান। ১৯৯২ সালে একদিন অনেকটাই আকস্মিকভাবেই তার কাছ থেকে প্রস্তাব পান সালমান শাহ। "একদিন দুপুরে উনি ফোন দিলেন। তারপর আমরা দু'জন বসলাম একসঙ্গে এবং কথা বললাম। এর মধ্যে উনি প্রপোজাল দিলেন যে, আমি বোম্বের 'কেয়ামত সে কেয়ামত তকে'র বাংলা করছি। আপনি যদি এটা করেন, আমি খুব খুশি হবো,„ ১৯৯৩ সালে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন সালমান শাহ। সালমান শাহ রাজি থাকলেও প্রথমদিকে সম্মতি ছিল না তার বাবা-মায়ের। ছেলের আগ্রহ দেখে পরে তারাও রাজি হন। ১৯৯৩ সালের মার্চে মুক্তির পর 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত' ঢালিউড বক্স অফিসেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি রাতারাতি তারকা বনে যাওয়া সালমান শাহকে। চার বছরের ছোট্ট ক্যারিয়ারে তিনি একে একে অভিনয় করেন ২৭টি চলচ্চিত্রে, যেগুলোর বেশিরভাগই ছিল সুপার হিট।

হঠাৎ মৃত্যু

একের পর এক ব্যবসা সফল সিনেমা দ্রুতই সালমান শাহকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এরপর ১৯৯৬ সালের এক সকালে আকস্মিকভাবেই নিভে যায় সালমান শাহ'র জীবন প্রদীপ। তিনি তখন স্ত্রী সামিরা হককে নিয়ে ঢাকার নিউ ইস্কাটন এলাকার একটি ভবনের ১১ তলার ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন। আর তার বাবা-মা এবং ভাই থাকতো সেখান থেকে দুই কিলোমিটারের মতো দূরে ঢাকার গ্রিনরোড এলাকায়। দিনটি ছিল ৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। ওইদিন সকালে বাবা কমর উদ্দিন চৌধুরী ছেলের সঙ্গে দেখা করতে তার ইস্কাটনের বাসায় যান। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও সালমানের দেখা না পেয়ে ঢাকার গ্রিনরোডের বাসায় ফিরে যান তিনি। ঘড়ির কাটায় তখন সময় প্রায় সকাল ১১টা। সালমান শাহ'র মা নীলা চৌধুরী সবেমাত্র নাস্তা করতে বসেছেন। এমন সময় হঠাৎ-ই বেজে ওঠে টেলিফোন। বলা হয়, যত দ্রুত সম্ভব, সালমান শাহ'র ইস্কাটনের বাসায় চলে যেতে। টেলিফোন রেখেই স্বামীর সঙ্গে দ্রুত সেদিকে রওয়ানা হন নীলা চৌধুরী। "ইস্কাটন রোডে ওর বাসার সামনে গিয়ে দেখি নিচে প্রচুর লোকের ভিড়। সবাই খালি ওপরের দিকে তাকায় আছে,„ বলেন মিজ চৌধুরী। এরপর সেখান থেকে লিফটে করে সালমান শাহ'র এগারো তলার ফ্ল্যাটে যান বাবা-মা এবং ছোটো ভাই। শোবার ঘরে ঢুকে তারা দেখেন, সালমান শাহ খাটের ওপর পড়ে আছেন এবং বাড়ির কয়েকজন কর্মচারী তার দুই হাতে তেল মালিশ করছেন। "আমি তো ভাবছি, ফিট হয়ে গেছে। তখন সে হাফপ্যান্ট পরা ছিল। পায়ের দিকে গিয়ে দেখি, নখগুলো নীল হয়ে গেছে। শরীর কিন্তু ঠাণ্ডা না। এরপর হাতের নখ এবং ঠোট দেখি। সেটাও প্রায় অর্ধেক নীল। তখন আমি বলছি, আল্লাহ, আমার ছেলে ফিট হয়ে আছে এতক্ষণ ধরে, মরে যাচ্ছে তো!„ বলেন সালমান শাহ'র মা।

মৃত্যু ঘিরে সন্দেহ

সেদিন দুপুরের আগেই ইস্কাটনের ফ্ল্যাট থেকে সালমান শাহকে প্রথমে পাশ্ববর্তী হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে, তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। "ঢাকা মেডিকেলে নেওয়ার পর ডাক্তার বলে যে, উনি তো অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে। তখন আমি ইমনের বাবাকে বলছি যে, চলো, আমরা ওকে নিয়ে সিএমএইচে যাই। তখন ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তাররা বললো যে, না, আপনি তো লাশ নিতে পারবেন না... ম্যাজিস্ট্রেটের পারমিশন ছাড়া,„ বলেন নীলা চৌধুরী। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে সালমান শাহ'র মরদেহ নেওয়া হয় তার কর্মস্থল চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বা এফডিসিতে। ভক্ত ও সহকর্মীদের অনেকে শুরুতে মৃত্যুর খবরটি বিশ্বাস করতে পারেননি। "এই রকম একটা ইয়াং ছেলে, যে তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, সে মারা যাবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি নিজেই শুরুতে বিশ্বাস করতে পারিনি,„ বলছিলেন সালমান শাহ'র একটি চলচ্চিত্রের পরিচালক জাকির হোসেন রাজু। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ায় সেদিন প্রিয় নায়ককে শেষবার দেখার জন্য এফডিসিতে সহকর্মীদের পাশাপাশি সালমান শাহ'র অসংখ্য ভক্তও ভিড়

করেছিলেন। "খবর পেয়ে আমি দ্রুত গাড়িতে করে চলে আসলাম, কিন্তু ওর মুখটা দেখতে পারিনি। এত ভিড় ছিল,,, বলছিলেন সালমান শাহ'র আরেকটি ছবির পরিচালক ড. মতিন রহমান। এফডিসিতে প্রথম দফা জানাজা শেষে সালমানের স্বজনরা, তার মরদেহ দাফনের জন্য নিয়ে যান সিলেটে। সেখানে আরেক দফা জানাজা পড়ানো হয়, এরপর সালমান শাহকে দাফন করা হয় হযরত শাহজালালের মাজার সংলগ্ন কবরস্থানে।

সালমান শাহ যখন মারা যান, তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর। তার এই অকাল প্রয়ান কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না পরিবারের সদস্যরা। যদিও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, সালমান শাহ আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু তার মরদেহ দেখার পর সন্দেহ জাগে স্বজনদের মনে। "বাড়িতে আনার পর আমি এবং আমার ছোটো ভাই ওর পুরো বডিটা একবার দেখি এবং সেটার পর আমাদের মনে অনেক সন্দেহের দানা বাঁধে। ওর ফ্ল্যাটে যে ফ্যানে ফাঁস দিছে বলে বলা হয়েছে, সেখানে রশি যেটা ঝুলানো ছিল, সেটা এত বড়ো এবং মোটা। কিন্তু ওর গলার দাগ ছিল চিকন,,, বলছিলেন সালমান শাহ'র মামা আলমগীর কুমকুম। "আবার শাবনূর ওরে একটা টেবিল ফ্যান দিছিলো, সেটা পাওয়া গেছে বাসার নিচে ডাস্টবিনে। সেটার তার মিলিয়ে দেখছি যে, ওই তার আর (সালমান শাহ'র) গলার দাগ সমান,,, যোগ করেন তিনি।

দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত

সালমান শাহ মারা যাওয়ার পরপরই ঢাকার রমনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছিলেন তার বাবা কমরউদ্দিন চৌধুরী। মৃত্যু ঘিরে সন্দেহ তৈরি হওয়ায় পরবর্তীতে মামলাটিকে হত্যা মামলায় রূপান্তর করার আবেদন করেন তিনি। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সালমানের মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডিকে। দাফনের সপ্তাহখানেক পর কবর থেকে সালমানের মরদেহ তুলে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে যে তিন সদস্যের মেডিকেল বোর্ড ময়নাতদন্ত করেছিল, সেটির প্রধান ছিলেন ওসমানী মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ফরেনসিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. নারগিস বাহার চৌধুরী। ২০২১ সালে তিনি মারা যান। তবে মৃত্যুর বছর নয় আগে আগে বিবিসিকে জানিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় ময়নাতদন্তেও তারা আত্মহত্যার আলামত পান। "লাশটা আমি দেখেছি মরচুয়েরিতে। আমার কাছে মনে হয়েছে, যেন সদ্য সে মারা গেছে। এ রকম থাকলে তার মৃত্যুর কারণ যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায়। আত্মহত্যার প্রত্যেকটা সাইন (চিহ্ন) সেখানে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ছিল। তার শরীরে আঘাতের কোনো নিশানা ছিল না,,, ২০১২ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন ডা. চৌধুরী।

মৃত্যু রহস্যে নতুন মোড়

দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের মাস দশেকের মাথায় সালমান শাহ মৃত্যু রহস্য নতুন মোড় নেয়। ১৯৯৭ সালের ১৯ জুলাই রেজভী আহম্মেদ নামে ব্যক্তিকে পুলিশে দেয় সালমানের পরিবার। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, থানায় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মি. আহম্মেদ স্বীকার করেন যে, তিনি সালমান শাহ হত্যার সঙ্গে জড়িত। পরে আদালতে তিনি যে জবানবন্দি দেন, সেখানে সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরা হক, সাবেক শাশুড়ি লতিফা হক লুসি, ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ বাহাই, অভিনেতা আশরাফুল হক ডন, বিউটিশিয়ান রাবেয়া সুলতানা রুবিসহ আরও বেশ কয়েক জনের নাম উঠে আসে। যদিও পরবর্তীতে রেজভী আহম্মেদ নামের ওই ব্যক্তি সালমান হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পর দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্টসহ মামলার সার্বিক তদন্তকাজ শেষে ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে সিআইডি। সেখানে মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'আত্মহত্যার, কথাই উল্লেখ করেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। কিন্তু প্রয়াত নায়কের পরিবার সেটি প্রত্যাখ্যান করে নারাজি জানালে বিষয়টি পুনরায় তদন্তে ২০০৩ সালে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। প্রায় ১১ বছর পর ২০১৪ সালে ওই কমিটি একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেখানেও সালমান শাহ'র মৃত্যুকে 'অপমৃত্যু' উল্লেখ করা হলে মামলার কার্যক্রম তখনকার মতো সেখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তাতে দমে যায়নি সালমান শাহ'র পরিবার। বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে সালমানের মা দ্বিতীয় দফায় নারাজি আবেদন করলে বিষয়টি তদন্তের জন্য ২০১৬ সালে র‍্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবকে নির্দেশ দেন আদালত। এর বছর দুয়েকের মাথায় মধ্যে অন্যতম একজন অভিযুক্ত, বিউটিশিয়ান রাবেয়া সুলতানা রুবি একটি বক্তব্য ঘিরে সালমান শাহ'র মৃত্যুর রহস্যটি আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মিজ রুবি ২০১৭ সালে ফেসবুকে একটি ভিডিও বক্তব্যে দাবি করেন, সালমান শাহকে হত্যা করা হয়েছিল। ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সালমানের স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন জড়িত বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এ নিয়ে তুমুল আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার একপর্যায়ে মিজ রুবি অবশ্য তার আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। পরে সালমান শাহ'র মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা পিবিআইকে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করে পিবিআই। সেখানে বলা হয়, সালমান শাহ আত্মহত্যাই করেছেন। কর্মকর্তারা দাবি করেন, মৃত্যুর আগে সালমান

একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছিলেন, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কিন্তু পিবিআইয়ের এই তদন্ত প্রতিবেদনকেও প্রত্যাখ্যান করেন সালমান শাহ'র স্বজনরা।

২৯ বছর পর হত্যা মামলা

সালমান শাহ'র পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ সালে ঢাকার একটি আদালত সালমান শাহ'র মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা গ্রহণ করে সেটি পুনরায় তদন্তের জন্য পুলিশের প্রতি নির্দেশ দেয়। এরপর গত অক্টোবরে সালমান শাহ'র মামা আলমগীর কুমকুম বাদী হয়ে ঢাকার রমনা থানায় হত্যা মামলা করেন। সেখানে অভিযুক্ত হিসেবে সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরা হক, সাবেক শাশুড়ি লতিফা হক লুসি, ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ বাহাই, অভিনেতা আশরাফুল হক ডন, বিউটিশিয়ান রাবেয়া সুলতানা রুবি এবং রেজভী আহম্মেদ সহ ১১ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে যারা দেশে রয়েছেন, তদন্তকাজ চলাকালে তারা যেন দেশ ছাড়তে না পারেন, সেজন্য তাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত ৯ আগস্ট অভিনেতা আশরাফুল হক ডন বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মামলাটি এখন তদন্ত করছে সিআইডি। "এটি বহুল আলোচিত একটি মামলা। আগেও বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা এটা তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে এবং প্রতিবার বাদীপক্ষ থেকে নারাজি জানানো হয়েছে। ত্রিশ বছর ধরে এভাবেই চলছে। তো আমরা আমাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে তদন্ত বজায় রেখেছি এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন সিআইডি'র বিশেষ পুলিশ সুপার মো. ছুফি উল্লাহ।

অভিযুক্তরা কী বলছেন?

সালমান শাহ'র মৃত্যুর জন্য শুরু থেকেই সাবেক স্ত্রী সামিরা হককে দায়ী করে আসছেন নায়কের স্বজনরা। মৃত্যুর ২৯ বছরের মাথায় গতবছর যে হত্যা মামলাটি করা হয়েছে, সেখানেও এক নম্বর আসামি করা হয়েছে মিজ হককে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য জানতে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ২০২৪ সালে স্থানীয় একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সালমান শাহকে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন সামিরা হক। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, সালমান শাহ'র মৃত্যুর আগে মনোমালিন্য হয়েছিল, যার কেন্দ্রে ছিলেন নায়িকা শাবনূর। মৌসুমীর সঙ্গে জুটিবদ্ধ হয়ে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখলেও পরবর্তীতে সালমান শাহ'র বেশিরভাগ সিনেমায় নায়িকা ছিলেন শাবনূর। সিনেমার পরিচালকদের ভাষায়, পর্দায় তাদের রসায়নও ছিল চমৎকার। কিন্তু একপর্যায়ে শাবনূরের সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লে সেটি ঘিরে অশান্তি দেখা দেয় সালমান-সামিরার সংসারে। "তার (সালমান শাহ'র) সাথে আমার কিছু কথা ছিল। সে শাবনূরের সঙ্গে ছবি করতে পারবে না। যা যা ছবি ছিল, সেগুলো শেষ করবে। কিন্তু নতুন করে কোনো ছবি করবে না,„বলেন মিজ হক। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী নায়িকা শাবনূরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন সময় তিনি লিখেছেন যে, কাজের সম্পর্কের বাইরে সালমানের সঙ্গে তার অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না।

এদিকে, সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া অভিনেতা মি. ডনও অতীতে বিভিন্ন সময় সালমান শাহ হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, মি. শাহ যেদিন মারা যান, সেদিন তিনি ঢাকার বাইরে ছিলেন। অন্যদিকে, ২৯ বছর আগে গ্রেফতার হওয়ার পর আদালতের কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন সালমান শাহ হত্যা মামলার আরেক অভিযুক্ত রেজভী আহম্মেদ। পরে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি বিদেশে চলে যান এবং বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, সালমান শাহ'র মৃত্যুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। "তখন আমার বয়স ১৫ বছর। তখন তো আমি নিজেও জানি না, ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি জিনিসটা কী! তখন আমাকে যা বলা হয়েছে, আমি তাই করেছি,„ ২০২০ সালে স্থানীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন মি. আহম্মেদ। মামলার অন্য অভিযুক্তদের বেশিরভাগই বর্তমানে হয় বিদেশে, না হয় আত্মগোপনে রয়েছেন। ফলে তাদেরও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে অতীতে বিভিন্ন সময় সালমান শাহ হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছেন।

'এখনও মিস করি'

সালমান শাহ'র চার বছরের চলচ্চিত্র জীবনে তার কোনো সিনেমাই লোকসানের মুখে পড়েনি। প্রযোজকদের কাছে তখন সালমান মানেই ছিল পয়সা উসুল। ফলে একটার পর একটা নতুন সিনেমায় নাম লেখাতে থাকেন তিনি। সালমান শাহ যখন মারা যায়, তখনও তার হাতে ডজনখানেক সিনেমা ছিল বলে জানা যায়। এর মধ্যে হাফ ডজন ছবির শ্যুটিং চলমান ছিল। নায়কের হঠাৎ মৃত্যুতে ঝুঁকির মুখে পড়েন সিনেমাগুলোর প্রযোজক ও পরিচালকরা। যে-সব সিনেমার অল্প কিছু শ্যুটিং বাকি ছিল, লোকসান ঠেকাতে সেগুলোর পরিচালকরা তখন সালমান শাহ'র মতো দেখতে কিছু তরুণকে ব্যবহার করে অসমাপ্ত সিনেমার কাজ সম্পন্ন করেন। তবে যে-সব সিনেমাগুলোর বড়ো অংশের শুটিং বাকি ছিল, তারা পড়ে যান বেকায়দায়। কিছু সিনেমার কাজ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে আবার আগের সবকিছু বাতিল করে নতুন নায়ক দিয়ে শ্যুটিং করাতে বাধ্য হন পরিচালকরা। "আমার একটা ছবির অর্ধেক

শ্যুটিং বাকি ছিল। সালমান হঠাৎ মারা যাওয়ায় সেটা পুরোটা ফেলে দিতে হয়েছিল। এতে অনেক বড়ো ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল,„ বলছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ড. মতিন রহমান।

জনপ্রিয় কেন?

মৃত্যুর আগে সালমান শাহ'র জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ভক্তদের অনেকেই তখন তার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে হাটা-চলা, চুলের স্টাইল, এমনকি বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিও অনুকরণ করতে শুরু করেন। "এমনকি আমি এখনও সালমান শাহ'র মতো ডাক হাতে ঘড়ি পরি এবং তার যেটা বদাভ্যাস ছিল দাঁত দিয়ে নখ কাটা, সেটাও আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে,„ বলছিলেন মোস্তফা জামান নামের এক সালমান শাহ ভক্ত। ভক্তদের অনেকেই সালমান শাহ'র আকস্মিক চলে যাওয়াকে মেনে নিতে পারেননি। মৃত্যুর খবর তরুণ কিছু দর্শকের মনে এতটাই দাগ কেটেছিল যে, প্রিয় নায়কের শোকে তারা আত্মহননের পথ বেছে নেন। কেউ কেউ আবার সিনেমা হলে যাওয়াও বন্ধ করে দেন বলে জানা যায়। "সালমান শাহ মারা যাওয়ার পর আমি আর হলে গিয়ে ছবি দেখিনি। এমনি সিনেমা দেখি ইউটিউবে। সেটাও সালমান শাহ'র ছবি,„ বলছিলেন হাবিবুর রহমান নামের এক সালমান শাহ ভক্ত।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিদেশে ঘুরতে গেলে বাংলাদেশি নাগরিকরা বছরে ১৮ হাজার ডলার খরচ করতে পারবে

বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা খরচের সীমা ১২ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার ডলার করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে পাঠানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই ১৮ হাজার ডলারের মধ্যে প্রতিবার নগদে পাঁচ হাজার ডলার এবং বাকি টাকা কার্ডে ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশি নাগরিকদের ভ্রমণ সংক্রান্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা সহজ করা এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১২ বছরের কম বয়সীদের জন্য আগের নিয়ম অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত পরিমাণের ৫০ শতাংশ তারা ব্যয় করতে পারবে। নতুন এই সীমা পঞ্জিকা বর্ষ প্রতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করতে ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে আটটি ইসলামী দেশ

গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করতে ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়েছে আটটি ইসলামী দেশ। তারা বলছে, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই পরিকল্পনাটি এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত শান্তি পরিকল্পনাকে বিপন্ন করছে। সৌদি আরব, মিশর, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক যৌথ বিবৃতিতে, "ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার যে কোনো পরিকল্পনা ও কৌশলকে সবচেয়ে জোরালো ভাষায়„ নিন্দা জানান। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থিত ও ২০২৫ সালের অক্টোবরে ঘোষিত শান্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করে আট দেশের মন্ত্রীরা এই বিবৃতিতে বলেন, "এই ধরনের পদক্ষেপ শান্তি অর্জনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে গাজার সংঘাত অবসানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে এবং যেখানে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে, এটি তার পরিপন্থী।„ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ বুধবার বলেছেন, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে, কিন্তু গন্তব্য স্থানের বিষয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তার পরদিন, ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভর্নর বলেন, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো প্রথম বছরে গাজা থেকে আড়াই লাখ ফিলিস্তিনিকে এবং পরবর্তী ছয় বছরে বাকি প্রায় বিশ লাখ বাসিন্দাকে বিতাড়িত করা। ইসরায়েলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েল এবং ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের একজন কট্টর সমর্থক, তিনি শুক্রবার গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

ঢাকা মেডিকেলে একদিনে তিনজন কারাবন্দি মারা গেছেন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনজন কারাবন্দি মারা গেছেন। তাদের প্রত্যেককেই কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল। রোববার দিনের বিভিন্ন সময়ে তারা মারা গেছেন। বিবিসি বাংলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ফারুক আহমেদ। তিনি জানান, প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এই তিন ব্যক্তি হলেন আবুল বাশার, আব্দুল কাইয়ুম এবং মো. শাহাদাত হোসেন লিটন। মি. আহমেদ বলেন, "এদের একজন লিটন ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বন্দি, তিনি কাশিমপুর হাই-সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। ওখান থেকে সম্ভবত ১০-১২ দিন আগে হার্ট অ্যাটাক করলে সরাসরি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসে। আজকে ওখানেই মারা গেছেন।„ এছাড়া আরেকজন আবুল বাশার, কিছুদিন আগে চাঁদপুর জেলা কারাগার থেকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে

পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে আবার কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মি. আহমেদ জানান, তবে রোববার আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আবার ডিএমসিতে পাঠানো হয়। সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে, এনআই অ্যাক্টের একটি মামলায় এক বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল কাইয়ুম কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে শনিবার অসুস্থ হলে তাকে ডিএমসিতে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসা শেষে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফেরত পাঠানো হয় তাকে। তবে, রোববার আবার তিনি অসুস্থ হলে ডিএমসিতে পাঠালে সেখানেই মারা যান বলে জানান কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ফারুক আহমেদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরো তিনজন মারা গেছেন

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরো তিনজন মারা গেছেন। একই সময়ে আরো ৫৫ জন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছে। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে চট্টগ্রামে একজন, খুলনায় একজন এবং সিলেটে একজন মারা গেছে। একইসঙ্গে, গত ১৫ এপ্রিল থেকে এখন পর্যন্ত হামের উপসর্গে ৮৯৪ জন মারা গেছে। একইসময়ে হামে মারা গেছে একশো জন। আর গত ২৪ ঘন্টায় হামের উপসর্গে ভুগছেন এমন এক হাজার ৪৩ রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শনাক্ত হয়েছে ঢাকা বিভাগে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

হামে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার ছুঁই ছুঁই, পাঁচ মাস পরেও কেন থামানো যাচ্ছে না?

বাংলাদেশে মহামারি আকারে হাম ছড়িয়ে পড়ার পর পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও শিশুমৃত্যু থামছে না। বরং প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা, যা নিয়ে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে অভিভাবকদের মধ্যে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাবে, গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও এই রোগের উপসর্গে খুলনা, কুমিল্লা ও মৌলভীবার জেলায় অন্তত তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত সাড়ে পাঁচ মাসে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯৪। এর বাইরে, গত ১৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৬৪ হাজারেরও বেশি শিশু হাম ও এর উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি এই বছর বিভিন্ন স্থানে হামে বড়োদেরও আক্রান্ত হওয়ার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। অথচ গত এপ্রিলে টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই দেশে 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হয়ে যাবে এবং হাম পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। "কিন্তু বাস্তবে সেটি ঘটেনি। ফলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, হার্ড ইমিউনিটি তৈরির জন্য যত শতাংশ শিশুকে টিকা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সরকার সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. মুশতাক হোসেন। এছাড়া অব্যবস্থাপনার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

হাসপাতালের পরিস্থিতি কী?

বেশ কিছুদিন ধরেই তীব্র জ্বরে ভুগছে ঢাকার কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা মোজাম্মেল হকের সাত মাস বয়সি মেয়ে। শুরুতে স্বাভাবিক জ্বর ভাবলেও দু-দিন আগে মেয়ের সারা শরীরে র্যাশ বের হতে দেখেন তারা। ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে ভেবে দ্রুত তাকে ঢাকার মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। "হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার দেখে বলছে, ডেঙ্গু না; ওর হাম হইছে„ বলছিলেন মি. হক। বাংলাদেশে গত মার্চের মাঝামাঝি সময়ে শিশুদের মধ্যে মহামারি আকারে হাম ছড়িয়ে পড়ার পর সাড়ে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিনই বাড়ছে হাম ও এর উপসর্গে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। ইতোমধ্যেই হাম উপসর্গে আক্রান্তের শিশুর সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে কেবল গত একদিনেই সারা দেশে হামের উপসর্গ ধরা পড়েছে এক হাজারেরও বেশি শিশুর মধ্যে। মৃত্যুর সংখ্যা ও হাজার ছুঁই ছুঁই করছে। এর মধ্যে অন্তত একশ শিশুর মৃত্যু যে হামে হয়েছে, সেটি নিশ্চিত হয়েছেন চিকিৎসকরা। বাকিরা হাম উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। হাম ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই সারা দেশ থেকে আক্রান্ত শিশুকে নিয়ে ঢাকার শের-ই-বাংলা এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে আসছেন বাবা-মায়েরা। স্থান সংকুলান না হওয়ায় একপর্যায়ে হাসপাতালের বেডের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ায় কর্তৃপক্ষ। গত এপ্রিলে টিকা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর জুন-জুলাই মাসে রোগির সংখ্যা অনেকটাই কমে আসতে থাকে। "কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আবার রোগির সংখ্যা কিছুটা বাড়তে শুরু করেছে„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউটের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আতিকুল ইসলাম।

টিকা কাভারেজ নিয়ে প্রশ্ন

সারা দেশে মহামারি আকারে হাম ছড়িয়ে পড়ার সপ্তাহ তিনেকের মাথায় জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ৩০টি উপজেলায় টিকা কার্যক্রম শুরু করে সরকার। এরপর ২০ এপ্রিল থেকে সারা দেশে ছয় মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের গণহারে টিকা দেওয়া হয়, যা চলে ২০ মে পর্যন্ত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তখন আশা প্রকাশ করেছিলেন, জুলাই মাস সারা দেশে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ বলয় বা 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হয়ে যাবে এবং হাম পরিস্থিতি পুরোপুরি

নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই টিকার কাভারেজ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে দেখা যাচ্ছে। কর্মসূচি শুরুর সময় সারা দেশে অন্তত এক কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল সরকার। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত এপ্রিল ও মে মাসের ক্যাম্পেইনে প্রায় এক কোটি ৯৬ লাখ ৬১ হাজারেরও বেশি শিশুকে হামের টিকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ টিকার কাভারেজ শতভাগেরও বেশি বলে দাবি করছেন কর্মকর্তারা। যদিও শতভাগ শিশুকে টিকার আওতায় আনার দাবির বিষয়ে শুরু থেকেই সন্দেহ পোষণ করে আসছিলেন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। তাদের সেই সন্দেহ পোক্ত হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আরেকটি ক্যাম্পেইনের তথ্যে। হামের টিকার পর ওই একই বয়সি শিশুদেরকে গত জুনে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল পাওয়া শিশুর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ৪০ লাখের মতো। "এমন যে ঘটতে পারে, তা আগেই অনুমান করা যাচ্ছিল। কারণ হামের টিকার কর্মসূচি সরকার শুরু করেছিল পরিসংখ্যান ব্যুরোর পুরোনো ডেটার ভিত্তিতে। কিন্তু তাদের হিসাব ঠিক কি-না, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে তখন শুরু করাটা ঠিকই ছিল। তবে পরে সরকারের উচিত ছিল তৃণমূলের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমের সারাদেশে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শিশুদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা,„ বলছিলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুশতাক হোসেন। বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হলেও সরকার সেটি আমলে নেয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। "শুরু থেকেই আমরা মাইক্রো প্লানিংয়ের কথা বলে আসছি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং টিকার বিষয়ে অভিভাবকদের উৎসাহ না দেওয়া হলে শতভাগ কাভারেজ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু সরকার এতে পাত্তাই দেয়নি,„ বলেন ডা. হোসেন। এ জন্য দেশে এখনও প্রতিদিন অসংখ্য শিশু হামে আক্রান্ত হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে মৃত্যু

হামে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে যাদের চিকিৎসা যথা সময়ে শুরু করা যাচ্ছে না, তাদের মধ্যেই মৃত্যুর হার বেশি বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। "বিশেষ করে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসতেছে, তাদের মধ্যে অনেক সময় কমপ্লিকেশন বেশি দেখা যাচ্ছে। এর মধ্য থেকে কিছু কিছু রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে মারা যাচ্ছে,„ বলছিলেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের হাম ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকা ডা. মো. আতিকুল ইসলাম। চলমান হাম পরিস্থিতির জন্য শুরু থেকেই বিগত আওয়ামী লীগ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দায়ী করে আসছে বিএনপি সরকার। কিন্তু প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে ভূমিকা না থাকলেও হাম ছড়িয়ে পড়ার পর সাড়ে পাঁচ মাসেও সেটি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা এবং এর ফলে যত প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে, সেটার জন্য বর্তমান সরকারের দায় রয়েছে বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে, হাম ঘিরে শুরুতে জরুরি অবস্থা জারি না করা এবং জেলা পর্যায়ে হামের ভালো চিকিৎসা নিশ্চিত করতে না পারার কারণে মৃত্যু বেড়েছে বলে মনে করেন তারা। "আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছিলাম যে, এটা মহামারি ঘোষণা করে দেওয়া বা একটা স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা দরকার। সেটা করলে সর্বাত্মক একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেত সবগুলো ফ্রন্ট থেকে। আর সবগুলো ফ্রন্ট থেকে যদি হামের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা যেত, তাহলে হাম এত দীর্ঘায়িত হতো না,„ বলেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বে-নজির আহমেদ।

সরকার কী বলছে?

হামের টিকার ক্ষেত্রে শতভাগ কাভারেজের দাবি করলেও হার্ড ইমিউনিটি তৈরি না হওয়ায় এখন সরকারও মানছে যে, টিকা কার্যক্রম পুরোপুরি সফল হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন নিজেও সেটা স্বীকার করেছেন। "২০২০ সালের ডিসেম্বরের পর দীর্ঘদিন নিয়মিত হামের টিকা ক্যাম্পেইন না হওয়ায় দেশে টিকাবঞ্চিত শিশুর সংখ্যা বেড়ে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। ক্যাম্পেইনের পরও নতুন করে টিকাদানের উপযুক্ত হওয়া শিশুদের একটি অংশ এবং সচেতনতার অভাবে সময়মতো টিকা না পাওয়া শিশুরা টিকাবঞ্চিত থেকে গেছে। ফলে তাদের মধ্যে হাম ছড়াচ্ছে,„ সম্প্রতি বলেন মি. হোসেন। এ অবস্থায় বাদ পড়া শিশুদেরকে টিকার আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলছে বলে জানান মন্ত্রী। এদিকে, ছয় মাসের কম এবং পাঁচ বছরের বেশি বয়সি শিশুদের মধ্যেও হামের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সেজন্য তাদেরকেও টিকার আওতায় আনা যায় কি-না, সেটির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। সেইসঙ্গে, হাম আক্রান্ত শিশুরা যাতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ভালো সেবা পায়, সেবিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

সম্পত্তি হস্তান্তরের পরেও বাবা-মা'র অধিকারের আইন পাস, বিরোধী দলের ওয়াকআউট

সম্পত্তি দান করার পরও আজীবন বাবা-মা,র ভোগ-দখল করার অধিকার নিয়ে 'সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) বিল, ২০২৬' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। তবে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী উল্লেখ করে এটির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান ও সংসদ সদস্যরা। তবে এই বিলের ওপরে ভোটে অংশ নেয়নি বিরোধী দল। রোববার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এই বিলটি পাস হয়। মি. রহমান বলেন, "আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি কোরআনের মূল নীতিকে রাখবো, নাকি বাদ দেব? আমাদের কী বাদ দেওয়ার কোনো অধিকার আছে? আমি বিশ্বাস করি, বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল একটা বিষয়।„ বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, আইনের সাথে বেশ

কিছু বিষয় সম্পৃক্ত নেই ফলে সরাসরি সাংঘর্ষিক হচ্ছে। পরে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান জানান, এটা খুবই পরিষ্কার যে, এই আইনের অধীনে সম্পত্তি হস্তান্তর বা দান করা হলে কোনভাবেই সেটি হেবা, অছিয়ত বা অন্য কোনো সম্পত্তি হস্তান্তরকে প্রভাবিত করবে না। অসহায়, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের পাশে থাকার জন্যই এই আইন বলেও উল্লেখ করেন আইনমন্ত্রী। পরে স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমেদ এই বিলের প্রস্তাবে ভোট করেন। এ সময় সংসদ কক্ষ থেকে বের হয়ে যান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। পরে 'সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) বিল,২০২৬' জাতীয় সংসদে পাস হয়। এ বিষয়ে আরো পড়তে পারেন, দান করলেও জীবদ্দশায় সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন বাবা-মা, নতুন সংশোধনীর ফলে কী হবে? (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

দিল্লির সত্য নিকেতনে ভবন ধসে পড়ার কারণ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

দিল্লির সত্য নিকেতন মার্কেট এলাকায় পাঁচতলা ভবন ধসে পড়ার কারণ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানান, ওই ভবনের বেসমেন্টে খনন কার্যক্রম চলছিল। রোববার দুপুরে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তিনি। তিনি জানান, ভবনটির বেসমেন্টে খননকাজ চলছিল, এ কারণে স্তম্ভটি কেঁপে ওঠে এবং ভবনটি ধসে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা গণমাধ্যমকে বলেন, "এটি একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সকল সংস্থা কাজ করছে। ১১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভেতরে সম্ভবত এখনও আটকে থাকা শিশুদের জীবন বাঁচানো। এই দুর্ঘটনার জন্য যে-ই দায়ী থাকুক না কেন, সে ভবনের মালিক হোক বা কোনো কর্মকর্তা, তার বিচার হবে।„ তিনি বলেন, "এটি একটি পুরোনো ভবন ছিল এবং এতে সংস্কারের কাজ চলছিল। বেসমেন্টে খননকাজ চলার কারণে স্তম্ভটি কেঁপে ওঠে এবং ভবনটি ধসে পড়ে। এই ভবনটি একটি পিজি (পেয়িং গেস্ট) হিসেবে চলছিল।„ এদিকে, অতিরিক্ত ডিসিপি অভিমন্যু পোসওয়াল জানান, দুর্ঘটনায় তিন শিশু মারা গেছে এবং ভবনের মালিকের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করা হচ্ছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রাশিয়ায় পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ইউক্রেনে জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ মার্কিন প্রতিনিধিদের

ইউক্রেন সফরে আসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। কিয়েভের সেন্ট সোফিয়া ক্যাথেড্রালে স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারকে স্বাগত জানান জেলেনস্কি। এর পাশেই গত শুক্রবার ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থার সদর দপ্তরে একটি রুশ ড্রোন আঘাত করেছিল। বৈঠকের আগে জেলেনস্কি জানান, "যুদ্ধের অবসান ত্বরান্বিত করার„ বিষয়ে আলোচনা করতে ইউক্রেন প্রস্তুত। তবে এর জন্য সম্মানজনক শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রয়োজন হবে বলেও জানান তিনি। শনিবার ওই দুই মার্কিন দূত যুদ্ধ অবসানের বিষয়ে আলোচনার জন্য মস্কোয় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন। ক্রেমলিন ওই বৈঠককে "খোলাখুলি ও গঠনমূলক„ বলে বর্ণনা করেছে। মার্কিন প্রতিনিধিরা বিমানে পোল্যান্ড যাওয়ার পর ট্রেনে করে কিয়েভে যান। জেলেনস্কি গণমাধ্যমকে জানান, প্রস্তুতি থাকার পরেও তাদের পক্ষে বিমানটি অবতরণ করানো সম্ভব হয়নি। আলোচনাকারীদের এই সফর চলাকালীন তিন দিনের জন্য একে অপরের রাজধানীতে হামলা বন্ধ রাখতে পুতিন ও জেলেনস্কি সম্মত হয়েছেন। শনিবার ক্রেমলিনে যখন উইটকফ ও কুশনার আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন জেলেনস্কি বলেন, তিনি ও তার দল "একটি অর্থবহ আলোচনার জন্য প্রস্তুত।„ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোববার জেলেনস্কি লিখেছেন, তার দেশ "সবসময়ই গঠনমূলক ছিল এবং থাকবে।„ "আমরা এই যুদ্ধের সমাপ্তি আরো এগিয়ে আনতে আগ্রহী। শান্তি প্রয়োজন। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। যুদ্ধোত্তর শান্তির একটি মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাবগুলো প্রস্তুত আছে,„ বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল, ২০২৬' পাস হয়েছে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে

'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল, ২০২৬' পাস হয়েছে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে। রোববার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বিলটি পাস হয়। বিলটি উত্থাপন করে আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান সংসদে বলেন, "আইনটা পড়লে দেখা যাবে, এখানে মানবাধিকার কমিশনের হাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া আছে। সেই ক্ষতিপূরণ যদি না দেয় সেইক্ষেত্রেও বলা আছে, পাবলিক ডিমান্ড রিকভাবরি অ্যাক্টে সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে।„ "আমরা মনে করি, এই বিলটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি কনসাল্ট করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে,„ বলেন আইনমন্ত্রী। বিলটি পাস করার প্রস্তাব করেন তিনি। পরে স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমেদ বিলটির উপরে জনমত যাচাই এবং বাছাই কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাবের ওপর ভোট নেন। তবে বেশিরভাগ সংসদ সদস্য সেই প্রশ্নে না ভোট দেন। পরে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল, ২০২৬' পাস হয় সংসদে। মানবাধিকার কমিশন বিল পাসের সময়ও বিরোধী দল ছিল না, এই বিলের প্রস্তাবের ভোটে অংশ নেয়নি তারা। এর আগে সম্পত্তি দান করার পরও আজীবন বাবা-মা,র ভোগ-দখল করার অধিকার নিয়ে 'সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) বিল,২০২৬ বিল পাসের সময় তারা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছিল।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

দিল্লিতে একটি ভবন ধসে পড়েছে, ধ্বংসস্তুপের নিচে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা

দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় একটি ভবন ধসে পড়েছে। এই ভবনটিতে শিক্ষার্থীদের শিশুসহ পিজি বা পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার ব্যবস্থা ছিল। মতিবাগ-২ এলাকার একটি শিব মন্দিরের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ভবনটির ধ্বংসস্তুপের নিচে বেশ কয়েকজন আটকা পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিজেপির বিধায়ক অনিল শর্মা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। তিনি বলেন, ”ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে কিছু শিক্ষার্থী এখনও ফোন করছে এবং মনে হচ্ছে আরো কিছু মানুষ ভেতরে আটকা পড়ে আছেন।„ সাংবাদিকদের তিনি জানান, ”এটি অত্যন্ত দুঃখজনক একটি ঘটনা। বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার জন্য এখানে এসে এই ভবনের পিজিগুলোতে থাকত। ভবনটি ধসে পড়েছে। ভবনটির ধ্বংসস্তুপের ভেতরে পাঁচ, দশ নাকি বিশজন শিক্ষার্থী রয়েছেন, সেটি বলা মুশকিল। কিন্তু এটা নিশ্চিত, শিক্ষার্থীরা ভেতরে আটকা পড়ে আছে। উদ্ধার কার্যক্রম চলছে।„ এখন পর্যন্ত দুইজন ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মি. শর্মা। সংবাদ সংস্থা এএনআই এর তথ্য অনুযায়ী, দুপুর প্রায় দেড়টার দিকে দিল্লির ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এই ভবন ধসে পড়ার খবরটি পেয়েছে। এই খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বর্তমানে ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এই দুর্ঘটনায় কতজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সে বিষয়ে সরকারিভাবে এখনও কোনো তথ্য জানানো হয়নি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

খেলার নিয়ম বদলে গেছে, পাল্টা প্রতিক্রিয়ার যুগ শেষঃ বাঘের গালিবাফ

ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, পাল্টা প্রতিক্রিয়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং খেলার নিয়ম বদলে গেছে। রোববার সংসদের বৈঠক শুরু হওয়ার আগে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, ইরান এখন ”পুরো বিধর্মী শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের„ মধ্যে রয়েছে। কিন্তু ”মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে সামরিক বাহিনীর তীব্র হামলার কারণে দেশটির নেতারা হতাশায় ভুগছেন এবং ফাঁকা বুলি ও স্লোগানের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রের কৃত্রিম ছবি এবং ভিডিও তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছেন,„ বলেন তিনি। যুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেওয়া এই জ্যেষ্ঠ আলোচক আরো বলেন, ”আমেরিকানদের এটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, পাল্টা প্রতিক্রিয়ার দিন শেষ এবং আগ্রাসনকারীদের ঘাঁটিতে আমাদের সাম্প্রতিক অভিযানটি ছিল কেবল এর শুরু মাত্র।„ ”যদি তারা এখনও সেটি না বুঝে থাকে, তাহলে তাদের অনেক দেরি হওয়ার আগেই সেটি বুঝে নেওয়া উচিত যে, খেলার নিয়ম বদলে গেছে। এখন থেকে ইরানের স্বার্থ ও নিরাপত্তার ওপর যে-কোনো আঘাতের জবাব দেওয়া হবে আরো দ্রুত, কঠোর এবং বেদনাদায়কভাবে„ বলেন ইরানি পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেভল্যুশনারি গার্ড সতর্কের পর হরমুজ প্রণালিতে নিজেদের পথ পরিবর্তন করেছে ৩টি তেলের ট্যাংকার

হরমুজ প্রণালির দক্ষিণ রুট অতিক্রম করার সময় অন্তত তিনটি তেলের ট্যাংকার এবং একটি এলএনজিবাহী জাহাজ রেভল্যুশনারি গার্ড সতর্ক করার পর নিজেদের পথ পরিবর্তন করেছে বলে জানিয়েছে ফার্স নিউজ এজেন্সি। অন্যদিকে, ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে রোববার পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী ৯২টি বাণিজ্যিক জাহাজের পথ পরিবর্তন করে দিয়েছে। তিনটি জাহাজ অকার্যকর করেছে এবং দুটি জাহাজ জব্দ করেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পারস্য উপসাগরে তেল ট্যাংকার ও বাণিজ্যিক জাহাজে ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের হামলা তীব্র আকার ধারণ করেছে। শনিবার তিনটি ইরানি ট্যাংকারে হামলার ঘোষণা দেয় সেন্টকম। তাদের তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে একটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ পানিতে তলিয়ে যায়। একটি বিমানবাহী রণতরী ও মার্কিন ডেস্ট্রয়ার লক্ষ্য করে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলার জবাবে সেন্টকম এই ইরানি ট্যাংকারগুলোতে হামলা চালায়। ইরানের ওই হামলা সফল হয়নি বলে দাবি জানিয়েছে সেন্টকম।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

দিল্লিতে ভবন ধস নিয়ে রাহুল গান্ধী এবং অমিত শাহ কী বলেছেন?

দিল্লির সত্যনিকেতনে একটি ভবন ধসের ঘটনার পর লোকসভায় বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী বলেছেন, প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবন মূল্যবান এবং সব পরিস্থিতিতেই তা রক্ষা করা উচিত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ”দিল্লির সত্যনিকেতনে ভবন ধসের খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং উদ্বেগজনক। জানা গেছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মানুষ আটকা পড়েছেন, যাদের মধ্যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীও রয়েছেন।„ ”আমি এনডিআরএফ, দিল্লি ফায়ার সার্ভিস এবং সমস্ত উদ্ধারকারী দলকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা চালানো, আহতদের অবিলম্বে সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং কাউকে বাঁচানোর জন্য কোনো প্রচেষ্টাই যেন বাকি না থাকে, সেজন্য আবেদন জানাচ্ছি। কংগ্রেস এবং এনএসইউআই কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন এবং সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করার জন্য

প্রস্তুত। এই কঠিন সময়ে আমরা সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের পরিবারের পাশে আছি,„ লিখেছেন তিনি। তিনি বলেন, ”ছাত্রজীবন এমনিতেই সংগ্রামে পরিপূর্ণ ছিল, এখন পরিস্থিতি জীবনসঙ্কুল। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছাত্রাবাসের অভাবে শিক্ষার্থীরা অমানবিক পরিস্থিতিতে ৪০ জনের দলে এক ছাদের নিচে পিজি-তে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবন মূল্যবান এবং যেকোনো মূল্যে তা রক্ষা করতে হবে।„ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে, উদ্ধার অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন। তিনি পোস্টে লিখেছেন, ”দিল্লির সত্যনিকেতনে একটি ভবন ধসে পড়ার খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লি পুলিশ কমিশনার এবং এনডিআরএফ-এর মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছি এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি।„ ”স্থানীয় প্রশাসন এবং এনডিআরএফ দলগুলো সমন্বিতভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। আহতদের সব ধরনের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। আমি আহত সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি,„ লিখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ আলী আহমেদ)

রেডিও তেহরান

জি-২০ সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত জি-২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধের বৈশ্বিক বাজারের ওপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এই সংঘাতের দ্রুত অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন। ইরানিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনকে উদ্ধৃত করে পার্সটুডে জানিয়েছে, রাশিয়ার অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলভানভ বলেছেন, নর্থ ক্যারোলাইনায় অনুষ্ঠিত জি-২০ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধের দ্রুত অবসানের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তন সিলভানভ আরও বলেন, বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং চলমান সংঘাতের বৈশ্বিক বাজারের ওপর প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পশ্চিমা দেশগুলোও যুদ্ধ বন্ধের বিষয়টি উত্থাপন করেছে। রাশিয়ার অর্থমন্ত্রীর এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী হামলা এবং হরমুজ প্রণালির পরিস্থিতি বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ নারগীস)

নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহর সম্প্রসারণ নিয়ে

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী বিমানসংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাই ন্সের বহর সম্প্রসারণ নিয়ে আবারও সামনে এসেছে বোয়িং ও এয়ারবাসের দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন উঠছে , দেশের জাতীয় এয়ারলাইন্সের জন্য উড়োজাহাজ কেনার সিদ্ধান্ত কি কেবল বাণিজ্যিক ও কারিগরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে নে ওয়া হচ্ছে, নাকি এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বৃহত্তর কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক হিসাব। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহর সম্প্রসারণ নিয়ে নতুন করে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেটা শুধু ১৫, ২৫ কিংবা ১০টি উড়োজাহাজ কেনার হিসাব নয়। এটির সঙ্গে জড়িয়েছে বিমানের দীর্ঘদিনের অপারেশনাল কাঠামো, পাইলট ও প্রকৌশলী তৈরির সক্ষমতা , রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, ভবিষ্যৎ বহরে রাখার বাংলাদেশ , আন্তর্জাতিক এভিয়েশন বাজার এবং একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক। ফলে বোয়িং বনাম এয়ার বাসের প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত জাতীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্সের ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বোয়িং-এর সম্পর্ক নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে বিমানের বহরের বড়ো অংশ বোয়িং নির্ভর হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির ভেতরে তৈরি হয়েছে একটি নির্দিষ্ট অপারেশনাল ইকো সিস্টেম। বোয়িং -এর বিভিন্ন মডেল পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, ম্যানেজার এবং রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের একটি অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা গড়ে উঠেছে। এমনকি বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা, খুচরা যন্ত্রাংশ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ কাঠামোর বড়ো অংশ এই প্ল্যাটফর্মকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে। ফলে হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নি র্মাতার উড়োজাহাজ বহরে বড়ো আকারে যুক্ত করা অর্থ শুধু নতুন প্লেন কেনা নয় , এর অর্থ হচ্ছে- নতুন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, নতুন রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা এবং নতুন জনবল ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ। এসব কারণে এয়ারবাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু থেকেই এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল , বিমানে বর্তমান বহরের আকার তুলনামূলক ছোটো। বড়ো আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স-এর মতো শত শত উড়োজাহাজের বহর না থাকলে দুটি পৃথক প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করা অর্থনৈতিকভাবে কতটা কার্যকর হবে , সেটি মূল প্রশ্ন। কারণ একই প্রতিষ্ঠা নে বোয়িং ও এয়ারবাস চালু থাকলে শুধু বিমান কেনার দাম নয় , পুরো জীবনচক্রের ব্যয় হিসাব করতে হয়। দুই ধরনের পাইলট প্রশিক্ষণ, দুই ধরনের সেমুলেটর, পৃথক কারিগরি প্রশিক্ষণ , আলাদা খুচরা যন্ত্রাংশ , ভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা সব মিলিয়ে অপারেটিং খরচ বাড়তে পারে।
অন্যদিকে বিমানের সামনে বাস্তব আরেকটি সমস্যা রয়েছে বহরের বয়স। বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক উড়োজাহাজ আগামী কয়েক বছরে পু রোনো হয়ে যাবে। কোনো বিমান নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছালে যে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে নামিয়ে দিতে হয়, বিষয়টি এমন নয়। তবে বয়স বা ড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ , যান্ত্রিক নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিচালন ব্যয়

বাড়তে থাকে। ফলে নতুন উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা সময়মতো না করলে এক সময় পুরোনো বিমান অবসরে পাঠানোর পর বহর দ্রুত ছোটো হয়ে যেতে পারে। তখন নতুন বিমান কেনার জন্য জরুরি ভিত্তিতে বড়ো অংকের অর্থ ব্যয় করতে হবে। অথচ তার আগে থেকেই বাজারে বিমানের সক্ষমতা কমে যাবে। এখানেই ২৫টি বোয়িং কেনার পরিকল্পনারই যৌক্তিকতা সামনে এসেছে। সমালোচকরা যেখানে একসঙ্গে এতগুলো বিমান কেনাকে অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে দেখছেন, সেখানে এর বিপরীতে বলা হচ্ছে, একটি জাতীয় এয়ারলাইন্সকে শুধু বর্তমান চাহিদা দিয়ে নয়, আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের বাজার বিবেচনা করে বহর পরিকল্পনা করতে হয়। বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বিদেশে থাকেন এবং প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি আন্তর্জাতিকভাবে যাতায়াত করেন। কিন্তু এই বিশাল যাত্রী বাজারে বড়ো অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে বিদেশি এয়ারলাইন্স। ফলে বাংলাদেশি যাত্রীদের টিকিটের অর্থের বড়ো অংশ বিদেশি ক্যারিয়ারগুলোর মাধ্যমে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যের দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বাংলাদেশি শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, সাধারণ যাত্রীদের বিশাল বাজার থাকলেও, অনেক রুটে বিমানের ফ্লাইট সংখ্যা বিদেশি এয়ারলাইন্সের তুলনায় কম। ফলে যাত্রী আছে, চাহিদা আছে, কিন্তু সেই চাহিদা পূরণের মতো বিমান বহর নেই। এই অবস্থায় শুধু একটি বা দুটি অতিরিক্ত উড়োজাহাজ দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বহর বড়ো করতে হবে, রুট বাড়াতে হবে এবং একইসঙ্গে বিমানের ব্যবস্থাপনা দক্ষ করতে হবে। তবে এখানেই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বহর বড়ো করার সঙ্গে বিমানের প্রশাসনিক সংস্কার হচ্ছে কিনা। কারণ নতুন ২৫টি বিমান এলেও যদি সেগুলো পর্যাপ্ত সময় আকাশে না থাকে, রুট পরিকল্পনা দুর্বল থাকে, টিকেটিং ব্যবস্থায় অনিয়ম থাকে কিংবা রক্ষণাবেক্ষণে অদক্ষতা থাকে, তাহলে বিশাল বিনিয়োগও কাঙ্ক্ষিত ফল দেবে না। অর্থাৎ বিমান কেনা হচ্ছে সমাধানের একটি অংশ। কার্যকর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দ্বিতীয় এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বোয়িং কেনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিষয়টিও আলাদা গুরুত্ব বহন করে। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের উপর মার্কিন শুল্ক কমানোর আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য ও সেবা আমদানি বাড়ানোর বিষয়টি সামনে এসেছে। এর মধ্যে উড়োজাহাজ কেনাকেও একটি সম্ভাব্য বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ বিমানের জন্য যে-সব উড়োজাহাজ ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, সেই প্রয়োজনীয় ক্রয়কে বৃহত্তর বাণিজ্য আলোচনার অংশ হিসেবে ব্যবহার করা গেলে বাংলাদেশ একদিকে বিমান বহর আধুনিক করতে পারে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সমঝোতায় সুবিধা নেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারে। এই জায়গাতেই বিএনপি সরকারের ১৫টি বোয়িং ও ১০টি এয়ারবাসের সমন্বিত পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদি রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দুই নির্মাতার উড়োজাহাজ নিতে হয়, তাহলে বিমানের উপর দ্বৈত প্ল্যাটফর্মের অতিরিক্ত ব্যয় চাপতে পারে। একইসঙ্গে বোয়িংয়ের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সমঝোতার সম্ভাবনাও নতুন করে হিসাব করতে হবে। অন্যদিকে এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি থাকলে ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। ফলে মূল সমস্যা আসলে বোয়িং ভালো, না এয়ারবাস ভালো, এটি নয়। দুই কোম্পানিরই আধুনিক ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উড়োজাহাজ রয়েছে। আসল প্রশ্ন হলো, বিমানের বর্তমান সক্ষমতা, ভবিষ্যৎ বহরের আকার, রুট, নেটওয়ার্ক, প্রশিক্ষণ অবকাঠামো এবং আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে কোন মডেল বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি বোয়িংকে কেন্দ্র করে সাত দশকের অবকাঠামো তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে সেই বিনিয়োগের আর্থিক মূল্য হিসাব করতে হবে। আবার ভবিষ্যতে যদি বিমানের বহর সত্যিই ৭৫ থেকে ১০০ উড়োজাহাজে উন্নীত করার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে দুই নির্মাতার প্ল্যাটফর্ম রাখার অর্থনৈতিক চুক্তিও নতুন করে বিবেচনা করা যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহর নিয়ে সিদ্ধান্ত সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হলে চলবে না। একটি উড়োজাহাজের ক্রয় চুক্তি কয়েক বছরের জন্য নয়, এর প্রভাব থাকে কয়েক দশক। তাই আজকের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বোঝা আগামী দিনের বিমানকেই বহন করতে হবে। বিমানের প্রয়োজনীয়তা যদি সত্যি বড়ো বহর হয়, তাহলে সেই বহর কোন নির্মাতার হবে, তা রাজনৈতিক পছন্দে নয়, দীর্ঘমেয়াদি, বাণিজ্যিক ও কারিগরি পরিকল্পনায় নির্ধারিত হওয়া উচিত। কারণ বাংলাদেশের বিপুল আন্তর্জাতিক যাত্রীবাজার যখন বিদেশি এয়ারলাইন্সের হাতে চলে যাচ্ছে, তখন বোয়িং এয়ারবাসের রাজনৈতিক বিতর্কে আটকে থাকার চেয়ে বেশি জরুরি হলো বিমানকে কত দ্রুত সক্ষম, লাভজনক এবং প্রতিযোগিতামূলক জাতীয় এয়ারলাইন্সে পরিণত করা যায়।(রেডিও তেহরান: ০৬.০৯.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

ইরানের সশস্ত্র বাহিনী প্রতিরোধ সক্ষমতা আরও বাড়াচ্ছে: সেনা কমান্ডার

ইরানের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ রিয়ার অ্যাডমিরাল হাবিবুল্লাহ সাইয়ারি বলেছেন, ইরানের জনগণ অপরাজেয়। তিনি বলেন, যতদিন জনগণ দেশের পাশে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে, ততদিন কোনো শক্তিই ইরানকে পরাজিত করতে পারবে না। পার্স টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৃতীয় আরোপিত যুদ্ধে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব হলো প্রতিরোধক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা। ১২ দিনের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ, রমজান যুদ্ধ এবং হরমুজ যুদ্ধ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার আলোকে সম্ভাব্য দুর্বলতা দূর করা এবং শক্তির দিকগুলো আরও সুদৃঢ় করতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ইরানের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ইরানকে নৌ ও অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি প্রসঙ্গে বলেন, ট্রাম্পের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি কয়েকটি কথা ও দাবি বারবার পুনরাবৃত্তি করছেন। আর তাহলো ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র রাখার অধিকার নেই, আমরা ইরানের নৌবাহিনীকে আঘাত করেছি, ইরানের বিমানবাহিনীকে আঘাত করেছি, তাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ এবং তারা বেতন দিতে পারেনি। এসব কথাবার্তা আরকি। এগুলো ছাড়া তার বলার মতো আর কোনো কথা নেই। আর আমরা এসব পুনরাবৃত্তিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এসব বক্তব্যের সময় এখন অতীত। তারা যদি সত্যিই যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের সক্ষমতা দেখাতে পারত এবং ভেনেজুয়েলার মতো পদক্ষেপ নিয়ে নিজেদের বিজয় উদযাপন করতে পারত, তাহলে এতদিনে হাজারবার তা করত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবেই জানে, ইরানের সামরিক সক্ষমতা, প্রতিরোধ এবং জনগণের দৃঢ় সংকল্পের সামনে তারা কোনো কিছুই করতে পারবে না। ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ও সমন্বয় বিষয়ক উপ-প্রধান আরও বলেন, যতদিন জনগণ দেশের পাশে থাকবে, ততদিন কোনো শক্তিই ইরানকে পরাজিত করতে পারবে না। ইরানের জনগণ সবসময় মাঠে তৎপর, আত্মত্যাগী ও পরোপকারী একটি জাতি। আট বছরের পবিত্র প্রতিরক্ষাযুদ্ধের পরবর্তী সব বছরেও তারা এই বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। আজও তারা একই চেতনা ও দৃঢ় সংকল্প প্রদর্শন করছে, যা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার দাবি রাখে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৬.০৯.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

৩টি ইরানি তেল ট্যাংকারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মাঝে , দুটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জবাবে তিনটি ইরানি তেল ট্যাংকারের উপর হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড শনিবার এক বিবৃতিতে জানায় যে, তারা ইরানের বৃহত্তম তেল পরিবহ ণ কেন্দ্র খার্গ দ্বীপের অদূরে এবং ওমান উপসাগরে তিনটি ইরানি অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজের উপর হামলা চালিয়েছে। সেন্টকমের ভাষ্যমতে , মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় টহলরত একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী ও একটি ডেস্ট্রয়ারের ওপর ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে এই হামলা চালানো হয়। এতে আরও বলা হয় যে, মার্কিন জাহাজ দুটি সফলভাবে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র এড়াতে সক্ষম হয়। সেন্টকম আরও জানায় যে, ইরান যদি দুটি মার্কিন জাহাজে গোলাবর্ষণ করে , তবে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানের তিনটি জাহাজ ধ্বংস করে এর জবাব দেবে। প্রকাশিত একটি ভিডিওচিত্রে দেখা যায় , উপর থেকে তিনটি ট্যাংকারের উপর হামলা চালানো হচ্ছে এবং জাহাজগুলো থেকে আগুন ও ধোঁয়া উঠছে। ইরানের ভাষ্যানুযায়ী , খার্গ দ্বীপের কাছে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি ইরানি তেলের ট্যাংকার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এতে কেউ আহত হয়নি। তেহরান হরমুজ প্রণালি নিয়ন্ত্রণের দাবি করছে এবং তাদের দাবি অমান্যকারী জাহাজগুলোর ওপর হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। উল্লেখ্য , দেশটির ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর নৌ অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। সর্বশেষ মার্কিন হামলায় এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৬.০৯.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

`রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘ হলে, সার্বিক সংকট বাড়বে,

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে যত দেরি হবে, সার্বিক সংকট তত বেশি বাড়বে। স্থানীয় মানুষেরা যেমন ভুক্তভোগী হবে, তেমনি রোহিঙ্গারা নিজেরাও হবেন। তাই রাখাইনে স্থিতিশীলতা ফেরাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে কাজ করার আহ্বান জানান সালাহউদ্দিন আহমদ। রোববার সকালে দেশটির রাজধানী ঢাকাতে রোহি ঙ্গা ইস্যুতে ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল কো -অপারেশন ফাউন্ডেশন (আইজিসিএফ) আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন , নিরাপত্তা ও মানবিক সংকট প্রকট হওয়ার কারণেই দ্রুত রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। মাদক চোরাচালানের ঘটনা ঘটছে। সার্বিক নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে। বর্তমান সরকার রোহিঙ্গা ইস্যুকে জাতীয় নিরাপত্তার দিক থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এই সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী না করে স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোতে হবে বলেও জানান মন্ত্রী। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মানবিক ব্যবস্থাপনা থেকে সুরক্ষা ও টেকসই প্রত্যাবাসনে জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৯.২০২৬ রনি)

ভারতের দিল্লিতে বহুতল ভবন ধস, নিহত ২, চলছে উদ্ধার অভিযান

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত একটি বহুতল ভবন ধসে অন্তত দুইজন মারা গেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ছয়জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আরও কয়েকজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দিল্লি ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে , স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটের দিকে সত্য নিকেতনে একটি

ভবন ধসে পড়ার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাটির অবস্থান দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ক্যাম্পাসের কাছেই এবং তা শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য বেশ জনপ্রিয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পাঁচতলা ভবনটি প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বছরের পুরোনো এবং এটি ছাত্রদের আবাসন হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ভবনটি ধসে পড়ার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে, ধসে পড়ার সময় ভবনটির বেজমেন্টে মেরামতের কাজ চলছিল বলে জানা গেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, এ ঘটনায় তিনি "গভীরভাবে উদ্বিগ্ন„। তিনি জানান, একাধিক সংস্থার সমন্বয়ে উদ্ধার অভিযান চলমান রয়েছে।গুপ্তা বলেন, "আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদে উদ্ধার করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে।„ তিনি আরও জানান, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধসে পড়া ভবনের পাশের ভবনটিও খালি করে দেওয়া হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৯.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সরকারি নির্দেশনার অপেক্ষায় না থেকে দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত নদী ও একটি পরিচ্ছন্ন , বাসযোগ্য পরিবেশ রেখে যেতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শুধু সরকারি নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করলে হবে না, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকেও কাজ করতে হবে। রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নাব্যতা নিশ্চিতকরণ এবং বৃত্তাকার নৌপথের উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা সভায় রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিন সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব গাজী শাহরিয়ার পামির এ তথ্য জানান। সভায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদী এবং তৎসংলগ্ন খাল ও ড্রেনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ , বর্জ্য অপসারণ, নদ-নদীর নাব্যতা ও পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং ঢাকার চারপাশে বিদ্যমান বৃত্তাকার নৌপথের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। এ পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী ।সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় , বিভাগ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজেদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও দূষণমুক্ত নদী ও একটি বাসযোগ্য পরিবেশ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য শুধু সরকারি নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করলে হবে না, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকেও কাজ করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাসে ভাড়া নেওয়ার সময় ইসমাইলের কোমরে টাকা দেখেই হত্যার পরিকল্পনা

রাজধানীর বনানী এলাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে ইসমাইল হোসেনের (৫০) মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রাজ ক্লাসিক নামের একটি বাসের চালকসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, ইসমাইলের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার সময়, তার কোমরে থাকা জমি বিক্রির টাকার বান্ডিল দেখে ফেলেন ওই বাসের সুপারভাইজার। এরপর চালকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে হত্যাকাণ্ড ও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মিন্টো রোডে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন। গ্রেফতার তিনজন হলেন- বাসচালক সোহেল রানা (৪১), সুপারভাইজার সাজু ওরফে লিমন (২৬) ও বাসচালকের সহকারী মো. মনির হোসেন (১৯)। পুলিশ কর্মকর্তা ফারুক হোসেন জানান, গত শুক্রবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটের দিকে বনানী থানাধীন স্টেডিয়াম -সংলগ্ন এলাকায় এয়ারপোর্টগামী এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ওপর অজ্ঞাতপরিচয় এক পুরুষের মরদেহ পড়ে থাকার সংবাদ পাওয়া যায়। পরে বনানী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। তার মুখ এবং দুই হাতে স্কচটেপ পেঁচানো ছিল এবং গলায় কালো দাগ দেখা যায়। পরে মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে আঙুলের ছাপ নিয়ে পরিচয় শনাক্ত করা হয়। নিহত ব্যক্তি ছিলেন ইসমাইল হোসেন। পরে পরিবারের সদস্যরা থানায় এসে মৃতদেহের ছবি শনাক্ত করেন। এ ঘটনায় নিহতের ছেলে বাদী হয়ে বনানী থানায় হত্যা মামলা করেন জানিয়ে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার বলেন, ভুক্তভোগী ইসমাইল জামালপুরের নিজ গ্রাম থেকে জমি বিক্রির পাঁচ লাখ টাকা সঙ্গে নিয়ে গাজীপুরের কাশিমপুরে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন। তার ছেলে হাসান জিরানী বাসস্ট্যান্ডে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু মোবাইল ফোন বন্ধ ছিল। তিনি বলেন, ঘটনার পর বনানী থানার পুলিশ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা শুরু করে। ফুটেজ পর্যালোচনার একপর্যায়ে একটি বাসের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে এটিকে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়। পরে জামালপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালানোর পাশাপাশি ‵রাজ ক্লাসিক, নামের একটি বাস মহাখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে বাসের সুপারভাইজার সাজু ওরফে লিমন এবং চালকের সহকারী মনির হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। পরে পৃথক অভিযান চালিয়ে বাসচালক

সোহেল রানাকেও গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে ফারুক হোসেন বলেন, গ্রেফতাররা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

আন্দোলনে দণ্ডপ্রাপ্ত এনবিআরের ২০ কর্মকর্তার শাস্তি মওকুফ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিভাজন ইস্যুতে আন্দোলনের কারণে সাময়িক বরখাস্তের পর লঘুদণ্ড পাওয়া ২০ কর্মকর্তার শাস্তি মওকুফ করেছে সরকার। গত ২ সেপ্টেম্বর এনবিআরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যা ন ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব আহসান হাবিব স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইটে এসব প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনগুলোতে বলা হয়, এসব কর্মকর্তা ২০২৫ সালের ২৪ জুন সকাল সাড়ে ১১টায় রাজস্ব ভবনের প্রবেশপথে অবস্থান করে ওই বছরের ২২ জুন জারি করা বদলির আদেশ আইনসংগত কারণ ছাড়া অবজ্ঞাপূর্বক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে ছিঁড়ে ফেলেন। এর মাধ্যমে তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং বদলি আদেশ অমান্যকারীকে সমর্থন করেন।
প্রজ্ঞাপনগুলোতে আরও বলা হয়, এ ধরনের আচরণ চাকরির শৃঙ্খলার জন্য হানিকর, শিষ্টাচারবহির্ভূত ও সরকারি আদেশ অবজ্ঞার শামিল। এটি ‵সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯,-এর ৩০৩ বিধির লঙ্ঘন এবং ‵সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮,-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‵অসদাচরণ,-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কারও বেতন কয়েক ধাপ এবং কারও বেতন কয়েক বছরের জন্য অবনমিত করা হয়েছিল। এতে আরও বলা হয়, এসব কর্মকর্তা দণ্ডাদেশ মার্জনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গত ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বরাবর আপিল আবেদন করেন। রাষ্ট্রপতি আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকর্তাদের মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড বাতিল করে তাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে, গত ১৮ আগস্ট রাজস্ব সম্মেলনে এনবিআর কর্মকর্তারা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তি তুলে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে আবেদন জানান। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

সরকারিভাবে হজে যাওয়া ব্যক্তিরা ফেরত পাবেন৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকা

চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালন করা চার হাজার ৩৪১ জন হাজিকে উদ্বৃত্ত চার কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার ১৪ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ধর্মমন্ত্রী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ)। চলতি বছর সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের অনুকূলে সৌদি পর্বের অব্যয়িত অর্থ ফেরত দেওয়া নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শামীম কায়সার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১০ জন হাজির হাতে তাদের অর্থের চেক তুলে দেন মন্ত্রী। বাকিদের অর্থ রোববারের মধ্যে তাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ধর্মমন্ত্রী বলেন, ২০২৬ সালে সরকারি মাধ্যমের চার হাজার ৩৪১ জন হাজি মোট চার কোটি ৮৭ লাখ ২৩ হাজার ১৪ টাকা ফেরত পাবেন। এই টাকা হাজিদের ব্যাংক হিসাবে ফেরত পাঠানো হবে। ২৩ জন হাজির চিকিৎসা ব্যয় তাদের স্বাস্থ্য বিমার অর্থের চেয়ে বেশি হওয়ায় তারা কোনো অর্থ ফেরত পাবেন না। প্রতারণা থেকে হাজিদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন উল্লেখ করেন, হাজিদের টাকা ফেরতসহ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া সব অনুদান বা সহায়তা কেবল ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হয়। এ টাকা পাঠাতে মন্ত্রণালয় থেকে কাউকে ফোন করা কিংবা তার কাছ থেকে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের নম্বর কিংবা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব বিকাশ, নগদ বা রকেটের কোনো পিন নম্বর চাওয়া হয় না। ‵এমনটি যদি কেউ করে, তাহলে সে প্রতারক। এ ধরনের প্রতারকদের থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করছি ,, যোগ করেন মন্ত্রী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

১২ বছরেও অপেক্ষা শেষ হয়নি গুম হওয়া যুবদল নেতা রিপনের মায়ের

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে বাসা থেকে তুলে নেওয়ার একযুগ (১২ বছর) অতিবাহিত হলেও আজও সন্ধান মেলেনি ফেনী শহর যুবদল নেতা মাহবুবুর রহমান রিপনের। ১২ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আজও পথ চেয়ে বসে আছেন তার বৃদ্ধা মা রৌশন আরা বেগম এবং দুই সন্তান ফারিয়া ও নিশাত। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও প্রিয়জনের কোনো খোঁজ না পেয়ে পরিবার ও স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ২০ মার্চ রাত ৩টার দিকে ফেনী শহরের পাঠানবাড়ি রোডের একটি ভাড়া বাসা থেকে র্যাব পরিচয়ে সশস্ত্র একদল লোক রিপনকে তুলে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে তার মা ফেনীর র্যাব-৭ এর অস্থায়ী কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, রিপন নামের কাউকে তারা আটক করেনি। এরপর সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিয়েও তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় ফেনী মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়রি (জিডি) করা হয়। নিখোঁজ যুবদল নেতার মা রৌশন আরা বেগম অভিযোগ করে বলেন, ছেলে গুম হওয়ার পেছনে তৎকালীন স্থানীয় এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার ইন্ধন ছিল। ঘটনার পর পুলিশ প্রথমে মামলা নিতে চায়নি,

পরবর্তীতে মামলা নিলেও তদন্ত আর এগোতে দেওয়া হয়নি। ১২ বছর ধরে বিচারের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরছি। রিপন নিখোঁজের পর চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তার পরিবার। মা জা নান, রিপন গুম হওয়ার কিছুদিন পর তার স্ত্রী দুই মেয়েকে রেখে চলে যান এবং পরবর্তীতে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে বয়সের ভার, শারীরিক অসুস্থতা ও তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন রৌশন আরা। তার অন্য এক ছেলেও গুরুতর অসুস্থ এবং নিয়মিত ডায়ালাইসিসের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গুম হওয়া ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জোরালো হলেও রৌশন আরার অপেক্ষার অবসান ঘটেনি। ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি বলেন, যাদের জন্য তার ছেলে রাজনীতি করত, সেই দলের নেতারাও এখন আর তাদের কোনো খোঁজ নেন না।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

দেশের উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে: স্পিকার

জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম বলেছেন , জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা আমাদের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। জনমিতিক লভ্যাংশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। এক্ষেত্রে নারী - পুরুষের সমান ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্পিকার এ সময় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বারোপ করেন। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের শপথকক্ষে এসপিসিপিডি প্র কল্পের আওতায় আয়োজিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় বাস্তবায়নাধীন `জনসংখ্যা বোনাস, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আইসিপিডি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সংসদের ভূমিকা , শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালে র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি এবং জাতিসংঘের জনসংখ্যা উন্নয়ন বিষয়ক তহবিলের (ইউএনএফপিএ) বাংলাদেশ প্রতিনি ধি ক্যাথেরিন ব্রিন ক্যামকং। এ সময় স্পিকার বলেন, দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের পর সর্বশেষ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের বর্তমানে প্রয়ো জনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। জনগণের আশা -আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে জাতীয় সংসদ কাজ করে যাচ্ছে। হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নিরসন, কিশোরী শিক্ষা ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ র য়েছে। একইসঙ্গে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, এসব সমস্যা নিরসনে সংসদ -সদস্যদের নিজ এলাকার জনগণের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগ কাজে লাগাতে হবে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

পেপারবিহীন সংসদ প্রতিষ্ঠায় ই-পার্লামেন্ট চালুর উদ্যোগ

পেপারবিহীন, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ই -পার্লামেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের লাইব্রেরি কমি টির সভাপতি ও ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল এমপি এবং কমিটির সদস্য নায়াব ইউসুফ আহমেদ ও এ বি এম মোশাররফ হোসেন স্পিকারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সংসদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল , আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে ই -পার্লামেন্ট সিস্টেম বাস্তবা য়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষার সংস্করণ থাকবে। এর মাধ্যমে সংসদীয় নথি ব্যবস্থাপনা , তথ্য সংরক্ষণ ও আদান - প্রদান আরও সহজ, দ্রুত ও কার্যকর হবে। ই-পার্লামেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডেপুটি স্পিকারকে চেয়া রম্যান করে একটি কমিটি গঠনের জন্য স্পিকার নির্দেশনা দিয়েছেন। কমিটি প্রস্তাবিত সিস্টেমের কাঠামো , বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। সাক্ষাৎকালে চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে ই-পার্লামেন্ট সিস্টেমের ওপর একটি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্যও স্পিকার নির্দেশনা প্রদান করেন। এতে প্রস্তাবিত সিস্টেমের কার্যপদ্ধতি , প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হবে। এ সময় উল্লেখ করা হয়, ই-পার্লামেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়ন বর্তমান সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে। এ ব্যবস্থা চালু হলে সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও নথি ডিজিটাল ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে। ফলে কাগজের ব্যবহার কমার পাশাপাশি সময় ও প্রশাসনিক ব্যয় সাশ্রয় এবং সংসদীয় কার্যক্রমে গতি, দক্ষতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

সোনা বিক্রির কথা বলে ডেকে এনে ডাকাতি, সাবেক ৩ সেনা সদস্যসহ গ্রেফতার ৯

রাজধানীর ধানমন্ডিতে অস্ত্রের মুখে ৩৮ লাখ টাকা ডাকাতির ঘটনায় ডাকাত চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ বলছে, ভুক্তভোগী খোরশেদ আলম সোনা কেনার জন্য টাকা নিয়ে ওই চক্রের সদস্যদের সঙ্গে ধানমন্ডির একটি স্থানে দেখা করতে যান। সোনা লেনদেনের সময় তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাকাতির ঘটনা ঘটায়। ওই ঘটনায়

গ্রেফতার জড়িতদের মধ্যে তিনজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য এবং কেউ কেউ অতীতে র্যাবেও কর্মরত ছিলেন। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মিন্টো রোডে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) মো. ফারুক হোসেন এসব জানান। মো. ফারুক হোসেন বলেন, গত ৩০ আগস্ট দুপুর ২টা ১০ মিনিটের দিকে ধানমন্ডি মডেল থানার ১২ নম্বর সড়কে ডিঙ্গি রেস্টুরেন্টের সামনে খোরশেদ আলম নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে ৩৮ লাখ টাকা ডাকাতি করে ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল। ডাকাতরা টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধানমন্ডি মডেল থানা পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তানভীর আহমেদ জুয়েল ও মো . মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে চার রাউন্ড গুলিসহ একটি দেশীয় রিভলভার উদ্ধার করা হয়। তিনি বলেন, পরে গ্রেফতার মুজিবুর রহমান ও তানভীরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণখান থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. জাকির হোসেন ওরফে ক্যাপ্টেন জাকিরকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্য ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পটুয়াখালী, কুয়াকাটা বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, বায়তুল মোকাররমসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাকাত চক্রের আরও ৬ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এই যুগ্ম কমিশনার আরও বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে মো . জাকারিয়া হোসেন ওরফে লেলিনের কাছ থেকে লুট হওয়া ৩ লাখ ৪৫ হাজার ৩৫০ টাকা এবং সজল চৌধুরীর কাছ থেকে ২ লাখ টাকা উদ্ধারসহ সব মিলিয়ে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৩৫০ টাকা উদ্ধার করে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পলাতক ও অজ্ঞাতনামা ডাকাত দলের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

দেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ ১ লাখ ২৯ হাজার ২৩৯ টাকা

বর্তমানে দেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ২৯ হাজার ২৩৯ টাকারও বেশি বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহাম্মেদের লিখিত প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ তথ্য জানান। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। সংসদ সদস্য রেজা আহাম্মেদ অর্থমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, 'বর্তমানে দেশের জনগণের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ কত, ২০২৬ সালে কত ছিল এবং ঋণের বোঝা কমাতে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?, জবাবে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জানান, ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত দেশের জনগণের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ২৯ হাজার ২৩৯ দশমিক ১৯ টাকা। সরকার রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ ব্যবস্থাপনাকে আরও সুশৃঙ্খল করার ওপর জোর দিচ্ছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

বাংলাদেশি রোগীদের জন্য হোটেলও ঠিক করে দেবে কলকাতার হাসপাতালগুলো

চিকিৎসা নিতে কলকাতায় যাওয়া বাংলাদেশি রোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় চিন্তিত সেখানকার হাসপাতালগুলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিগ্গির বাংলাদেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে কয়েকটি হাসপাতাল। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রোগী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। একইসঙ্গে, কলকাতায় যাওয়ার আগে নিরাপদ হোটেল বাছাই ও বুকিংয়ের বিষয়ে তাদের সহায়তা করবেন। হাসপাতালগুলো কাছাকাছি এলাকার হোটেল ও গেস্টহাউসগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ করছে। রোগীদের জন্য নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করাই তাদের লক্ষ্য। সম্প্রতি কলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশন একটি পরামর্শ দিয়েছে। এতে চিকিৎসা বা অন্য প্রয়োজনে কলকাতা ভ্রমণকারীদের আগে থেকেই নিরাপদ হোটেল বুক করার কথা বলা হয়েছে। হোটেলটির প্রয়োজনীয় আইনি অনুমোদন রয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে। কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটি হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর শহরের বাজেট হোটেল ও গেস্টহাউসগুলোতে অভিযান শুরু হয়েছে। ওই আগুনে নয়জনের মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে সাতজনই ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক। এর পরেই কলকাতায় থাকা-খাওয়ার জায়গা নিয়ে বাংলাদেশি রোগী ও ভ্রমণকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ধারণা, বাংলাদেশ থেকে আসা অনেক রোগীর জন্য হাইকমিশনের পরামর্শ মেনে নিরাপদ হোটেল খুঁজে নেওয়া সহজ হবে না। কারণ, তাদের বড়ো একটি অংশ সড়কপথে কলকাতায় আসেন। চিকিৎসার খরচের পাশাপাশি আবাসনের খরচ কম রাখার চেষ্টা করেন তারা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

অক্টোবরে ডেঙ্গুর বড়ো ধাক্কা সামলাতে এখনই নামতে হবে

চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ অথবা অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বিপজ্জনক রূপ নিয়ে সংক্রমণের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। এই সম্ভাব্য মহামারি ঠেকাতে এখন থেকেই সবাইকে নিজ নিজ কর্মস্থল ও বাসাবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি দেশজুড়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জাতীয় সংসদের জেনারেল ওসমানী গেটে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী এ আশঙ্কার কথা জানান। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. মুহিত বলেন, বিগত তিন-চার বছরের তথ্য-উপাত্ত এবং এপিডেমিওলজিক্যাল বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি যে, বৃষ্টির ধরন,

উষ্ণ তাপমাত্রা ও সার্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই সাধারণত ডেঙ্গুর পিক টাইম আসে। তাই এখনই প্রতিরোধ জোরদার না করলে আগামী মাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যেতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

সক্ষমতার তুলনায় প্রতিদিন ১৫১৯ মিলিয়ন ঘনফুট কম গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে

দেশে গ্যাসক্ষেত্র ও আমদানিকৃত এলএনজি মিলিয়ে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহের সক্ষ মতা রয়েছে ৩ হাজার ৮৫৪ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি)। এর বিপরীতে বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে ২ হাজার ৩৩৪ দশমিক ৭ এমএমসিএফডি। অর্থাৎ সক্ষমতার তুলনায় প্রতিদিন প্রায় ১৫১৯ এমএমসিএফডি কম গ্যাস উৎপাদন হচ্ছে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। পেট্রোবাংলার সর্বশেষ দৈনিক প্রতিবেদনে ৪ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদনের এই হিসাব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের তিনটি রাষ্ট্রীয় গ্যাস উৎপাদনকারী প্র তিষ্ঠান- বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের (বাপেক্স) মোট ৭৬টি উৎপাদনশীল কূপ রয়েছে। এসব কূপের সম্মিলিত উৎপাদন সক্ষমতা ১ হাজার ১৩৯ এমএমসিএফডি। বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে ৭৩২ দশমিক ৪ এমএমসিএফডি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

৩ কোটি টাকার জমি দেড় কোটিতে রেজিস্ট্রি, দুদকের অভিযান

বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করতে রাজধানীর তেজগাঁও সাব -রেজিস্ট্রি অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এনফোর্সমেন্ট টিম। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এই অভিযান চালানো হয়। দুদকের উপ-পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, অভিযানে আবাসিক বা ভিটে শ্রেণির মূল্যবান জমিকে নালজমি হিসেবে রেজিস্ট্রি করে কোটি টাকার কর ফাঁকি দেওয়ার একটি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুদক। এছাড়া, বেশকিছু অনিয়ম দেখতে পেয়েছে সংস্থাটি। অভিযানে অংশ নেওয়া দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযোগ ছিল চুক্তি বা বায়না দলিলে জমির মূল্য ৩ কোটি টাকার বেশি উল্লেখ করা হলেও চূড়ান্ত রেজিস্ট্রি করার সময় তা কমিয়ে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার কাছাকাছি দেখানো হয়। পাশাপাশি ভিটে জমিকে নাল জমি হিসেবে শ্রেণি পরিবর্তন দেখিয়ে মোটা অঙ্কের সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। অভিযানে বায়না দলিল ও চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশন দলিলের মূল্যে বড়ো ধরনের অসংগতি ধরা পড়েছে। তিনি আরও বলেন, এখানে এসে সা ধারণ গ্রাহকের মতো তেজগাঁও সাব -রেজিস্ট্রি কমপ্লেক্সে পর্যবেক্ষণ করেছে আমাদের টিম। সেখানে যারা ঘোরাফেরা করেন বা সেবা দেন, দলিল লেখক কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী- কারও গায়ে নির্ধারিত পোশাক বা ঝুলন্ত আইডি কার্ড দেখা যায়নি। তারা সাধারণ পোশাকে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মনগড়া হারে অতিরিক্ত টাকা বা রেট হাঁকাচ্ছেন। কার্যালয়ে সিটিজেন চার্টার টাঙানো থাকলেও তার কোনো প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন নেই জানিয়ে তিনি বলেন, অভিযানকালে দুদক টিম সংশ্লিষ্ট জমির দলিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র জব্দ ও সংগ্রহ করেছে। এগুলো আরও গভীরে যাচাই -বাছাই করে অতি দ্রুত দুদক কমিশন বরাবর বিস্তারিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

ছেঁড়া-ফাটা নোটের বিনিময় সেবা দিতে সব তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে ছেঁড়া -ফাটা নোটের বদল, ত্রুটিপূর্ণ ও দাবিযোগ্য নোট বিনিময় সংক্রান্ত সেবা নিয়মিতভাবে দেওয়ার জন্য দেশের সব তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য (এমপি) মো. মাহবুবুর রহমান বেলালের এক প্রশ্নের জবা বে এ তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী। ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রশ্নে মো. মাহবুবুর রহমান জানতে চান, সারাদেশে কিছু সাধারণ দরিদ্র মানুষ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকে ছেঁড়া, ফাটা, বহুল ব্যবহৃত কাগুজি মুদ্রা জমা দিয়ে নতু ন মুদ্রা সংগ্রহ করে জনগণের কাছ থেকে উল্লিখিত ব্যবহারযোগ্য মুদ্রা গ্রহণ করে বিনিময়ে স্বল্প লাভে নতুন মুদ্রা প্রদান করে। ফলে একদিকে ব্যবহারযোগ্য মুদ্রা ব্যাংকে জমা হয় এবং কিছু সাধারণ দরিদ্র মানুষ আয় করে সংসার চালাতে পারে। বর্তমানে নতুন টাকা প্রদান বন্ধ থাকায় অনেকের জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়েছে। এটি পুনরায় চালু করা হবে কিনা? জবাবে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারি করা সার্কুলারের মাধ্যমে জনসাধারণকে অপ্রচলনযোগ্য, ত্রুটিপূর্ণ ও দাবিযোগ্য নোট বিনিময় সংক্রান্ত সেবা নিয়মিতভাবে প্রদানে র জন্য দেশের সব তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরূপ সেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন নোট মুদ্রণ ও বাজারে প্রচলন একটি স্বাভাবিক চলমান প্রক্রিয়া। নতুন মুদ্রিত নোট ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে লেনদেন ও বিনিময় সেবার মাধ্যমে অবিরত জনসাধারণের হা তে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ছেঁড়া -ফাটা নোটের বদল/বিনিময় স্বাভাবিক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

কর দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভীতি আছে এটা দূর করবে এনবিআর

অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলে ছেন, কর দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটি ভীতি আছে। করদাতাদের অডিট ভীতি ও হয়রানি রোধ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শাখাকে আলাদা করা হচ্ছে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ কথা জানান। এ সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। জবাবে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, `নানা কারণে দেশে করের আওতায় আসার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে একটি ভীতি আছে। এজন্য মানুষ করের আওতায় আসতে চায় না। শুধু অডিটের বিষয় নয়, করদাতাদের ভয়ভীতির পেছনে আরও অনেকগুলো বাধা রয়েছে।, কর ব্যবস্থাকে সহজ করতে এনবিআরের কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, `আমরা পুরো কর ব্যবস্থাকে বাইফারকেশনে (বিভাজন) নিয়ে যাচ্ছি। এনবিআরে যারা কর নীতি প্রণয়ন করবেন এবং যারা বাস্তবায়ন করবেন, তাদের আলাদা করা হচ্ছে ।আগে এই জায়গায় বড়ো দুর্নীতির সুযোগ এবং প্রভাব খাটানোর অবকাশ ছিল। নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আলাদা হলে দুর্নীতির সেই সুযোগ অনেকটাই কমে যাবে।, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, `আমরা চাই, প্রত্যেক করদাতা যেন সহজে কর দিতে এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশে কর -জিডিপি অনুপাত খুবই কম। বিগত দিনে এ বিষয়ে অব্যাহত চেষ্টা না থাকায় আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। আমরা কর ব্যবস্থা যত সহজ করবো, তত বেশি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। সেদিকে আমরা মনোযোগী হয়েছি।, (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

শহিদ জিয়া শিশু পার্ক কবে খুলবে জানালেন ডিএসসিসি প্রশাসক

২০২৭ সালের ৩০ জুনের মধ্যে রাজধানীর শহিদ জিয়া শিশু পার্ক সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুস সালাম। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে শহিদ জিয়া শিশু পার্ক প্রকল্প এলাকায় পূবালী ব্যাংক পিএলসির `শিশু পার্ক শাখার, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন। শহিদ জিয়া শিশু পার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে পার্ক প্রাঙ্গণে পূবালী ব্যাংকের শাখা ভবনটি নতুন করে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর দ্রুততম সময়ে পার্কের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩০ শতাংশ। শিশুদের বিনোদনের জন্য ১৫টি অত্যাধুনিক রাইড ক্রয়ের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই রাইডগুলোই পুরো প্রকল্পের প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ। আশা করছি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমরা শিশুদের একটি আধুনিক পার্ক উপহার দিতে পারব।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

জেনারেল আজিজ ও তার স্ত্রীর সম্পদ অনুসন্ধানে দুদকের কর্মকর্তা নিয়োগ

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রী দিলশাদ নাহার কাকলীর দাখিল করা সম্পদ বিবরণী যাচাই ও অনুসন্ধানে কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এজন্য দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেনকে অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম বিষয়টি জানিয়েছেন। দুদকের সংশ্লিষ্ট নথিতে বলা হয়, জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ ও তার স্ত্রী দিলশাদ নাহার কাকলী মিরপুর ডিওএইচএসের ঠিকানায় বসবাস করেন। তাদের দাখিল করা সম্পদ বিবরণী যাচাই ও অনুসন্ধানের জন্য কমিশন অনুসন্ধান কর্মকর্তা এবং তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বিধি মোতাবেক যাচাই ও অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে, ২০২৪ সালের মে মাসে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের দাবি জানিয়ে দুদকে আবেদন করেন এক আইনজীবী। জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ ২০২১ সালের ২৩ জুন সেনাপ্রধানের পদ থেকে অবসরে যান। অবসরের প্রায় তিন বছর পর ২০২৪ সালের মে মাসে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

স্থানীয় নির্বাচনে সব কেন্দ্রে থাকবে সিসি ক্যামেরা-ড্রোন : ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সব কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা রাখার ব্যবস্থা করা হবে। বডি ওর্ন ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং ড্রোন ব্যবহার হবে। ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার। তিনি আরও জানান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেও রাখার পরিকল্পনা আছে নির্বাচন কমিশনের। আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সব ইউপি নির্বাচন একসঙ্গে করা কঠিন। তবে, ব্যয় সংকোচন নীতির বিষয়টি মাথায় থাকবে। একসঙ্গে সব ইউপি নির্বাচন হবে না। ধাপে ধাপে হবে। তিনি আরও বলেন, উপ-নির্বাচনে

আইটি সাপোর্টেড পোস্টা ল ভোটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য আচরণবিধি চূড়ান্ত হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই ইউপি নির্বাচনের তফসিল দেওয়া হবে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস দুটো শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভোটকেন্দ্র হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষকরা হবেন ভোটগ্রহ ণকারী কর্মকর্তা। তাই পরীক্ষার সময় বাদ দিয়ে আগে বা পরে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হবে। ভোটার স্থানান্তর একটি রুটিন ওয়ার্ক। অনেকে মনে করেন এ কাজটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়। আসলে তা নয়। এজন্য আমরা নির্দিষ্ট সময়সীমা দিয়েছি। ইসি আনোয়ারুল বলেন, এমপিওভুক্ত শি ক্ষকদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য দাবি জানায় জামায়াত। কিন্তু ইসির পর্যবেক্ষণ হলো শিক্ষকদের এমন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায়ের অন্তরায়। শিক্ষকদের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হবে। পোস্টাল ব্যালট ভোটিং আরও জনবান্ধব করতে কাজ করবে কমিশন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

সিলেটে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০০ পরিবারকে আমিরাতের সহায়তা

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের মানুষের পাশে মানবিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার। ঢাকায় অবস্থিত সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ফরেন এইড অফিসের উ দ্যোগে দেশের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রায় ১০ হাজার পরিবারকে খাদ্য ও বস্ত্রের প্যাকেজ প্রদান করা হচ্ছে। সহায়তার অংশ হিসেবে রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সিলেটের ওসমানীনগর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় ১ হাজার ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে খাদ্য ও বস্ত্রের প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাসের ডিরেক্টর অব ফরেন এইড রাশেদ মোহাম্মদ নাসের আলমেইল আলজাবি উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

দুই মামলায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন

পুলিশের কাজে বাধা ও ভাঙচুরের অভিযোগে করা পৃথক দুই মামলায় বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের (চন্দন কুমার ধর) জামিন মঞ্জুর করেছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত বিষয়ে জারি করা রুলের শুনানি নিয়ে রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি কে এম জাহিদ সরওয়ার এবং বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই রায় দেন। আদালতে চিন্ময়ের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। জামিনের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন আইনজীবী নিজেই। এর আগে , পুলিশের কাজে বাধা ও ভাঙচুরের দুই মামলায় চিন্ময়কে কেন জামিন দেওয়া হবে না , তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানায় তার বিরুদ্ধে এই দুই মামলা করা হয়। ওই মামলায় বিচারিক আদালতে জামিন আবেদন নামঞ্জুর হলে হাইকোর্টে আবেদন করেন। ওই আবেদন শু নানি নিয়ে হাইকোর্ট এই আদেশ দেন। ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর নগরের চান্দগাঁও মোহরা ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ওই মামলা করেন। এ মামলায় একই বছরের ২৫ নভেম্বর চিন্ময় কৃষ্ণসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। এদিকে , রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চিন্ময়ের জামিন নামঞ্জুর হলে তার অনুসারীদের হট্টগোলের প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে সংঘর্ষ হয়। এ সময় আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনায় পরে আলিফের বাবা হত্যা মামলা করেন। সেই মামলায়ও আসামি চিন্ময়। তার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি মামলা রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

লংমার্চ রাজপথের ষড়যন্ত্র, গণতন্ত্র বিনষ্টের চেষ্টা : রিজভী

সংসদ বাদ দিয়ে মাত্র ছয় মাসের মাথায় রাজপথে `লংমার্চের, নামে বিরোধী দল গণত ন্ত্র বিনষ্টের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনানুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন , বিরোধী দল রাজপথে লংমার্চের কর্মসূচি নিয়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অশ্রাব্য ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করছে এবং দলকে সেগুলোর আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে দেখা যাচ্ছে, যা স্পষ্টত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। জনগণের সামনে যে-সব শব্দ উচ্চারণ করা যায় না, তা প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলে বিরোধী দল তাকে দমন -পীড়ন বলে দাবি করে গণতন্ত্র বিনষ্টের চেষ্টা চালাচ্ছে। জ্বালানি সংকট ও অর্থনৈতিক ইস্যুতে বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিজভী বলেন, জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী দল শুধু সমালোচনাই করে যাচ্ছে, অথচ সংকট নিরসনে তাদের গঠনমূলক কোনো প্রস্তাবনা নেই। তারা সংসদে এ বিষয়ে কোনো পরামর্শ না দিয়ে বাইরে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। দেশের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ার মতো ইতিবাচক অর্জনগুলোকে তারা জনগণের সামনে তুলে না ধরে আড়াল করার চক্রান্ত করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

নেপালের বন্যায় বাংলাদেশের সহমর্মিতার প্রশংসা রাষ্ট্রদূতের

নেপালে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু। একইসঙ্গে সংকটের সময়ে নেপালের পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নেপালের রাষ্ট্রদূত। এ সময় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কসহ পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। নেপালে বন্যায় হাজারো মানুষের প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবেশমন্ত্রী বলেন, শোকাবহ এ সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ নেপালের সরকার ও জনগণের পাশে রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তিনি বলেন, প্রয়োজন অনুযায়ী মানবিক সহায়তা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ প্রস্তুত। বাংলাদেশের এই সহমর্মিতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি। তিনি বলেন, সংকটের সময়ে বাংলাদেশের সংহতি ও সহযোগিতা দুই দেশের জনগণের গভীর বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক আস্থার প্রতিফলন। নেপালের সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের এ সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বৈঠকে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে মতবিনিময় হয়। মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও নেপাল জলবায়ু পরিবর্তনের ভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মুখে থাকলেও দুই দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশব্যবস্থা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। হিমালয়ের বরফ ও হিমবাহের পরিবর্তন, নদী অববাহিকার পরিবেশগত ভারসাম্য, অতিবৃষ্টি, বন্যা ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত দুর্যোগের প্রভাব দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ ও মানুষের জীবন-জীবিকায় পড়ে উল্লেখ করে আসন্ন কপ-৩১ সম্মেলনকে সামনে রেখে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেন পরিবেশমন্ত্রী। রাষ্ট্রদূত পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দুই দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও সক্ষমতা বিনিময় বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশজুড়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

ডেঙ্গুর বিস্তার ঠেকাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে দেশজুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রবিবার সচিবালয়ে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও করণীয় নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন। সভায় প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু সরকারি সংস্থার ওপর নির্ভর না করে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেন। বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখা, জমে থাকা পানি অপসারণ, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার এবং মশার প্রজননস্থল তৈরি হতে না দেওয়ার বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন করার কথাও বলেন তিনি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মীদের সম্পৃক্ত করার নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, তাদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে যুক্ত করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। সভায় উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা ও রোগী ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব পায়। হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গুরোগীদের ব্যবহারের জন্য মশারি সরবরাহের বিষয়েও আলোচনা হয়, যাতে আক্রান্ত রোগীকে কামড়ানো মশার মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমানো যায়। সভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাঠে এর প্রতিফলন থাকতে হবে। ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রতিরোধকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

দেশকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান রাষ্ট্রপতির

আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রোববার বিকেলে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনায় বক্তব্যকালে এই আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ চাই না। কোনো রক্তপাত নয়, দেশে সমঝোতার রাজনীতি দেখতে চাই। যারা নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করে আমরা তাদের সমর্থন করতে চাই। সাম্প্রদায়িক কোনো বিভেদ নয়, এখানে সবাই বাংলাদেশি হয়ে বসবাস করবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সংঘর্ষে না জড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, হানাহানি-সংঘর্ষ নয়, আলাপ-আলোচনা আর সমঝোতার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুবসমাজের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, চাকরি আর ঠিকাদারির পেছনে দৌড়ানো বাদ দিতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমরা সবাই

মিলে এমন সমাজ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য ভালোবাসা থাকবে। জীবনের বিনিময়ে হলেও যেন আমরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করতে পারি।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ৬ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা : অর্থমন্ত্রী

রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ৬ ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি জানান, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ রয়েছে জনতা ব্যাংক পিএলসিতে। গত ৩০ জুনের হিসাবে এ তথ্য জানিয়েছেন মন্ত্রী। রোববার বিকেলে জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে বাগেরহাট-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল আলীমের প্রশ্নোত্তরে তিনি এ তথ্য জানান। বাগেরহাট-৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল আলীম প্রশ্ন রেখে বলেন, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে বর্তমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত এবং ব্যাংকভিত্তিক হিসাব কী? জবাবে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ৬টি ব্যাংক (অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি, বেসিক ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি)-এর ৩০ জুন ২০২৬-ভিত্তিক খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৭৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ খেলাপি ঋণ রয়েছে জনতা ব্যাংক পিএলসিতে। তিনি জানান, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২৯০২৯ দশমিক ৬৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮৮৮ দশমিক ৭৯ কোটি টাকা, বেসিক ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৮১৩১ দশমিক ০৯ কোটি টাকা, জনতা ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৭৫৩৯৬ দশমিক ৬৭ কোটি টাকা, রূপালী ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৯২৮১ দশমিক ৭৪ কোটি টাকা এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৫০৪৮ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ৪ জনের মৃত্যু

দেশজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে চলতি বছর মশাবাহিত রোগটিতে এ পর্যন্ত মোট প্রাণহানি ১১৭ জনে দাঁড়াল। এ ছাড়া গত একদিনে ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে ১ হাজার ৫৫৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু-বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত একদিনে শুধু ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে ঢাকা বিভাগে ডেঙ্গুতে আরও একজনের প্রাণহানি হয়েছে। এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় খুলনা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পাশাপাশি এই সময়ে ঢাকা বিভাগে ৩১৬ জন ছাড়াও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৯৩, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৪৮, বরিশাল বিভাগে ১৩৭, রাজশাহী বিভাগে ১১২, ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৪, রংপুর বিভাগে ৫৬ এবং সিলেট বিভাগে ডেঙ্গু নিয়ে ৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

বিদেশ ভ্রমণে বার্ষিক ডলার কোটা বাড়িয়ে ১৮ হাজার ডলার

বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি নাগরিকদের বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা খরচের সীমা ১২ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার ডলার করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলোকে পাঠানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এই ১৮ হাজার ডলারের মধ্যে প্রতিবার নগদে পাঁচ হাজার ডলার এবং বাকি টাকা কার্ডে ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশি নাগরিকদের ভ্রমণ সংক্রান্ত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা সহজ করা এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ১২ বছরের কম বয়সিদের জন্য আগের নিয়ম অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত পরিমাণের ৫০ শতাংশ তারা ব্যয় করতে পারবে। নতুন এই সীমা পঞ্জিকাবর্ষ প্রতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

দূষণমুক্ত নদী ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিতে সমন্বিত উদ্যোগের নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত নদী ও পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, `নিজেদের পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও দূষণমুক্ত নদী ও একটি বাসযোগ্য পরিবেশ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য শুধু সরকারি নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করলে হবে না, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকেও কাজ করতে হবে।, রোববার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে রাজধানী ঢাকার চারপাশের নদ-নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, নাব্যতা নিশ্চিতকরণ এবং বৃত্তাকার নৌপথের উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা সভায় এই নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব শাহরিয়ার পামির এ কথা জানান। সভায় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, বালু

ও শীতলক্ষ্যা নদী এবং তৎসংলগ্ন খাল ও ড্রেনের দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য অপসারণ, নদ-নদীর নাব্যতা ও পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং ঢাকার চারপাশে বিদ্যমান বৃত্তাকার নৌপথের উন্নয়নসংক্রান্ত কার্যক্রমের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সভায় এ পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনাগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার নির্দেশ দেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

রোহিঙ্গা সঙ্কট বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়, সমগ্র অঞ্চলের জন্যই হুমকি

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১৫ লাখ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, রোহিঙ্গা সঙ্কট এখন কেবল বাংলাদেশের একক সমস্যা নয়, এটি সমগ্র অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্যই বড়ো হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোববার দুপুরে রাজধানীর বিজ অডিটোরিয়ামে `দ্যা রোহিঙ্গা ক্রাইসিস: ইমার্জিং চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিফ্রেমিং রেসপন্স স্ট্র্যাটেজিস, শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে মাদক, অবৈধ অস্ত্র এবং মানবপাচারের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশ মানবিক সহানুভূতি বজায় রাখলেও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। ক্যাম্পগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে কাঁটাতারের বেড়া শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রবেশাধিকার আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কেবল মানবিক সহায়তা দিয়ে এই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব নয় উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, রোহিঙ্গাদের যেন মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। এজন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, রাখাইনে সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং দ্রুত টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রত্যাবাসনপ্রক্রিয়া যত দীর্ঘায়িত হবে, রোহিঙ্গাদের জন্য সঙ্কট তত জটিল হবে। বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের নিজ ভূখণ্ডে ফেরত পাঠাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। গোলটেবিল বৈঠকে আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা রোহিঙ্গা সঙ্কটের নানা চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

গুম হওয়া ২৫১ জনের তদন্ত চলতি বছর শেষ করে বিচার শুরু হবে

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে বিভিন্ন সময়ে ২৫১ জন গুমের তদন্ত চলতি বছরে শেষ করে বিচার শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। রোববার গুম হওয়া ৫৫টি পরিবারের সদস্য চিফ প্রসিকিটরের কার্যালয়ে দেখা করতে আসলে গণমাধ্যমকে এসব কথা জানান চিফ প্রসিকিউটর। এ সময় তিনি বলেন, `এসব গুম পদ্ধতিগত ও ব্যাপকভাবে সংগঠিত হওয়ায়, মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করা হবে।, তিনি বলেন, `গুম পদ্ধতিগত ও ব্যাপকভাবে সংগঠিত হওয়ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করা হবে। গুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত র্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য যারা জড়িত, তাদের কয়েকজন অন্যান্য মামলা গ্রেফতার আছেন। আবার অনেকে অবসরে গেছেন এবং কেউ চাকরি করছেন।, সকল অপরাধীকে তদন্তের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনার কথাও জানান তিনি। এসময় গুম হওয়া পরিবারের স্বজন এবং মায়ের ডাকের সমন্বয়ক সানজিদা ইসলাম তুলি বলেন, `গুম হওয়া পরিবারের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে।, (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

মাজারের খাদেম হত্যা; জেএমবির দুই সদস্যের মৃত্যুদণ্ড বহাল

রংপুরের কাউনিয়ায় মাজারের খাদেম রহমত আলী হত্যা মামলায় নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ জেএমবির দুই সদস্যের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া অন্য পাঁচ আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। রোববার বিচারপতি জাফর আহমেদ ও বিচারপতি সাথিকা হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা দুই আসামি হলেন- জেএমবির আঞ্চলিক কমান্ডার মাসুদ রানা ও সদস্য লিটন মিয়া। মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১০ নভেম্বর রাতে কাউনিয়া উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের চৈতার মোড়ে মাজার শরীফের খাদেম রহমত আলীকে বাড়ি ফেরার পথে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। পরদিন ১১ নভেম্বর নিহতের ছেলে শফিকুল ইসলাম বাদি হয়ে কাউনিয়া থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালে রংপুরের বিশেষ জজ আদালতের বিচারক নরেশ চন্দ্র সরকার এ মামলার রায়ে সাত আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং অন্য ছয় আসামিকে বেকসুর খালাস দেন। নিম্ন আদালতের সেই মৃত্যুদণ্ডের ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্ট এদিন দুইজনের সাজা বহাল রেখে বাকি পাঁচজনকে খালাস দেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

চক্ষু হাসপাতালে `ভুল চিকিৎসায়, শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ, চিকিৎসক পুলিশ হেফাজতে

নোয়াখালী সদর উপজেলায় একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে `ভুল চিকিৎসায়, ১৩ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর হাসপাতালটি পরিদর্শনে গিয়ে কাউকে না পেয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন সিভিল সার্জন। তবে শিশুটির স্বজনদের সঙ্গে ২৫০ শয্যা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ায় হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও শিশুটির চোখে চিকিৎসা দেওয়া আবুল হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে নোয়াখালী পৌরসভার দত্তেরহাট এলাকার ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। মারা যাওয়া মো. মোসলেম লক্ষ্মীপুরের কমলনগর উপজেলার চরবসু গ্রামের মাহফুজুর রহমানের ছেলে। এলাকাটি নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের সীমান্তবর্তী। শিশুটির স্বজনরা জানান, শনিবার বিকেলে সমবয়সিদের সঙ্গে খেলার সময় এক শিশু মোসলেমের চোখে আঘাত করে। এতে তার চোখে রক্ত জমে ফুলে যায়। পরে তার মা-বাবা তাকে স্থানীয় চেউয়াখালী বাজারে এক পল্লী চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। জখম গুরুতর হওয়ায় ওই চিকিৎসক শিশুটিকে চক্ষু হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। স্বজনদের অভিযোগ, এরপর মোসলেমকে দত্তেরহাটের ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে নেওয়া হলে `বড় ডাক্তার, আসার কথা বলে তাদের প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করানো হয়। পরে আবুল হোসেন এসে শিশুটিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যান। সেখানে তার চোখে তিনটি ইনজেকশন দেওয়া হয়। এর পরপরই মোসলেমের মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে এবং সে অচেতন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় আবুল হোসেন শিশুটিকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ স্বজনদের। তবে তারা তাকে সঙ্গে নিয়েই ২৫০ শয্যা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে যান। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন। জেনারেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, `সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে ১৩ বছরের একটি শিশুকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। সে কী কারণে মারা গেছে জানা নেই।, (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

ইউপি দিয়েই শুরু স্থানীয় নির্বাচন, নভেম্বরের আগেই তফসিল

ইউনিউন পরিষদ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপ-নির্বাচনের জন্যও কমিশন প্রস্তুত রয়েছে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এর তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। রোববার দুপুরে নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ইসি আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ের উপ-নির্বাচনের জন্য আমরা সব দিক থেকে প্রস্তুত। এই নির্বাচনে পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা আরও সহজ ও জনবান্ধব করার কাজ চলছে। দ্রুতই এর সময়সূচি জানানো হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে তিনি জানান, ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েই ধাপে ধাপে স্থানীয় নির্বাচন শুরু করা হবে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সুবিধার্থে ভোটার স্থানান্তরের সময়সীমা আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর আর ভোটার স্থানান্তরের কোনো সুযোগ থাকবে না। তিনি বলেন, কোনো আইন বা বিধিমালার পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আটকে থাকবে না। প্রচলিত আইনি কাঠামোর ভেতরেই নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজন করা হবে। স্থানীয় সরকারের নতুন আচরণবিধির গেজেটও কয়েকদিনের মধ্যে জারি করা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

মুকসুদপুরে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে ৩ জন নিহত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। রোববার সকাল ১১টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার গেড়াখোলা ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয়রা জানান, খুলনা থেকে ঢাকাগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের বাসটি মুকসুদপুর উপজেলার গেড়াখোলা ব্রিজের পাশে পৌঁছার পর চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে বাসটি সড়কের পাশের খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারে কাজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশও। পরে বাসটির ভেতর থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আহত হন অন্তত ৩০ জন। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান চালান। পরে গুরুতর আহত ১২ জনকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট মো. আজাদুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, `টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস গেড়াখোলা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন। আহতদের মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।, (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

হাইকোর্টে বিদিশা সিদ্দিকের জামিন, ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড

ফ্ল্যাট বিক্রি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে আনা মামলায় কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বিদিশা সিদ্দিককে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মো. খায়রুল আলম ও বিচারপতি মো. রাফিজুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ আজ এই জামিন আদেশ দেন। আজকের এই আদেশের ফলে বিদিশার মুক্তিতে বাধা নেই বলা জানান তার আইনজীবী। আদালতে বিদিশার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী ফজলুর রহমান খান ও আইনজীবী মাসুদ মিয়া। রাজধানীর গুলশানের বারিধারা এলাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি নিয়ে প্রতারণার অভিযোগের মামলায় গত ২০ মে বিদিশাকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলম। সেই সাথে বিদিশাকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায়ের দিন আদালতে অনুপস্থিত থাকায় বিদিশার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করেন আদালত। সাজা পরোয়ানা থাকায় তাকে গত ২৫ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়। পরদিন তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল ইসলাম জুনায়েদের আদালত। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

ভয়াবহ রূপ নিতে পারে ডেঙ্গু, সবাইকে সতর্ক করলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

চলতি মৌসুমে ভয়াবহ রুপ নিতে প্রাণঘাতী ডেঙ্গু পরিস্থিতি। দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এ বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এ এম এ মুহিত।রোববার বিকেলে জাতীয় সংসদের টানেলে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য ও ডাটার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে। তাই অক্টোবরের আগেই সবাইকে সতর্ক হতে হবে। তা না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। তিনি বলেন, আগের বছরের তুলনায় এ বছর এখনো ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা কম। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগামীকাল থেকে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে মাঠপর্যায়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যক্রম জোরদার করা হবে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে হাসপাতালসহ সব জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকাকে মশার প্রজননস্থলমুক্ত রাখতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। জনগণকে সম্পৃক্ত করেই মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরজুড়ে সবাইকে সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

আগের সরকারের ১৩০০ প্রকল্পের অনিয়ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে : অর্থমন্ত্রী

আগের সরকারের আমলে নেওয়া প্রায় ১ হাজার ৩০০টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা যাচাই এবং সম্ভাব্য অনিয়ম চিহ্নিত করতে সরকার পৃথকভাবে প্রতিটি প্রকল্প মূল্যায়ন করছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এসব প্রকল্প নিয়ে কয়েকটি মামলা ও সংশ্লিষ্ট বিষয় আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলেও জানান তিনি। রবিবার জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সদস্য রেহানা আক্তার রানুর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আগের `ফ্যাসিস্ট, সরকার দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে বিপুলসংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বর্তমান সরকারকে এসব ঋণের দায় পরিশোধের বড়ো ধরনের চাপ বহন করতে হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বলেন, `অনেক বিষয় বিচারাধীন এবং অনেকগুলো প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তবে, আমরা প্রতিটি প্রকল্প আলাদাভাবে মূল্যায়ন করছি।, তিনি জানান, বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রায় ১ হাজার ৩০০টি প্রকল্প বর্তমান সরকার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এসব প্রকল্প পৃথকভাবে পর্যালোচনার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, 'অনেক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে, আবার অনেকগুলো মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে।' অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও অর্থনৈতিক কার্যকারিতা যাচাই করে ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, কোনো কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় সেগুলো বাতিল করার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, `আমরা অনেক প্রকল্প বাদ দিচ্ছি। আবার এমন কিছু প্রকল্প রয়েছে, যেগুলো শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় আমাদের তা সম্পন্ন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।, আমির খসরু বলেন, এসব প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট আর্থিক দায়, বিশেষ করে প্রকল্পগুলোর বিপরীতে নেওয়া ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও বর্তমান সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আগের সময়ে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়ার ফলে দেশের অর্থনীতির ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ কার্যক্রম শুরু

নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে দেশের স্বাস্থ্য খাতের শূন্য পদগুলো পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ১৩ থেকে ১৬তম

গ্রেডে জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ঘোষিত ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন স্বাস্থ্য খাতে জনবল সংকট কাটাতে আগামী তিন মাসের মধ্যে ৭ হাজার ৫০০ জন চিকিৎসক এবং ৫ হাজার নার্স নিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪৮তম বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৮৪ জন চিকিৎসক আগামী ৭ সেপ্টেম্বর যোগদান করবেন। চিকিৎসকদের মধ্যে সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৯ জন এবং সহকারী সার্জন পদে ১৬৫ জন রয়েছেন। স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে গত ৩০ জুন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রশাসন-৩ শাখা থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের হালনাগাদ তথ্য চেয়ে নির্দেশনা জারি করা হয়। নির্দেশনায় বলা হয়ে, নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংস্থা ও বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শূন্য পদের পদভিত্তিক তালিকা জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজার ২৪। এর মধ্যে ৭৩ হাজার ৪৫টি পদ খালি আছে, যা মোট পদের ৩১ দশমিক ২১ শতাংশ। গত ২০ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ রুমী স্বাক্ষরিত এক পত্রে দেশের সব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জনবল নিয়োগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের গত ১৪ জুলাইয়ের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চিঠিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সব প্রতিষ্ঠানের জনবলের ঘাটতি পূরণের জন্য ১ লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

প্রতি বছর বিপিএল অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত : ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

দেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিপিএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। এর আগে, বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল টুর্নামেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা সমস্যাগুলো সমাধান না করা পর্যন্ত তারা বিপিএল শুরু করতে প্রস্তুত নন বলে জানান। বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো বোর্ডের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও, ক্রিকেটাররা বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। কারণ টুর্নামেন্টটি তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হওয়ায় তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। ক্রিকেটারদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে বিসিবি পরে ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ ফি বাড়িয়ে দেয়। তবে আমিনুল বলেন, বিপিএলের মতো একটি জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। তিনি জানান, গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের পর তিনি বিপিএল স্থগিতের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমি এইমাত্র আপনাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, বিপিএল যে অনুষ্ঠিত হবে না। বিপিএল বাংলাদেশের জন্য একটি জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিপিএল আয়োজন না হওয়ায় পেছনে বোর্ড সভাপতি আপনাদের কাছে কিছু যৌক্তিক কারণ তুলে ধরেছেন। আমার মনে হয়, বিপিএলের মতো একটি টুর্নামেন্ট প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কেন এটি অনুষ্ঠিত হলো না, তা নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা যাতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেদিকে আমরা অবশ্যই নজর রাখব। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

একাদশ শ্রেণির ভর্তিতে বিশেষ কোটা, আবেদন করতে পারবেন যারা

২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিশেষ কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। এ কোটায় ভর্তির জন্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, প্রবাসীদের সন্তান, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তবে বিশেষ কোটায় ভর্তির আবেদন অনলাইনে নয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে ম্যানুয়ালি করতে হবে। রোববার আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির দেওয়া এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়, ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে বিশেষ কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করতে পারবেন। এ ছাড়া প্রবাসীদের সন্তান, বিকেএসপি থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় কিংবা জাতীয় পর্যায়ে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরাও বিশেষ কোটায় ভর্তির জন্য বোর্ডে ম্যানুয়ালি আবেদন করার সুযোগ পাবেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডে আবেদন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

মোবাইল ফোন বন্ধক রেখে ইয়াবা কিনেছিলেন সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ দাস

রংপুর নগরীতে একই পরিবারের চারজনকে হত্যার ঘটনায় সাক্ষী শান্ত দাস আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, খুনের আগে শান্ত দাসের কাছেই মোবাইল ফোন বন্ধক রেখে ইয়াবা কিনেছিলেন এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত সিদ্ধার্থ ও মুগ্ধ দাস। রোববার বিকেলে রংপুর মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ এর বিচারক রফিকুল ইসলামের আদালতে মাদককারবারি শান্ত দাস এ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।জবানবন্দিতে শান্ত দাস আদালতকে জানায়, ২১ আগস্ট রাতে তিন ধাপে ৫টি ইয়াবা কিনেন তারা। সিদ্ধার্থ ৩ হাজার ৫০০ টাকায় শান্তর কাছে মোবাইল বন্ধক রেখে ইয়াবাগুলো কিনেন। পরদিন বিকেলে টাকা দিয়ে মোবাইল ফোন ফিরিয়ে নিয়েছিল সিদ্ধার্থ। যে টাকা গণপতির বাসা থেকে লুট করেছিল তারা। পুলিশ জানায়, শান্তর নামে মাদক ব্যবসার অভিযোগ থাকলেও, মামলা নেই। এছাড়া, তাকে আটকের সময় কোনো মাদকও পাওয়া যায়নি। যে কারণে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি। তবে সে মাদক সেবনের সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে এ মামলায় সীমান্ত দাস, বিদ্যুৎ দাসসহ তিনজনের স্বাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানায় পুলিশ। প্রসঙ্গত, গত ২১ আগস্ট রাতে রংপুর মহানগরীর মাছুয়াপাড়ায় নিজ বাড়িতে খুন হন রংপুর জিলা স্কুলের গণমতি চক্রবর্তী জুয়েল, তার স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী, কন্যা আগামী চক্রবর্তী প্রার্থী, ছেলে আয়ুশ চক্রবর্তী প্রিয়ম। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

বিনা সুদে কৃষিঋণ বিতরণের বিষয় সংসদে যা বললেন অর্থমন্ত্রী

কৃষকদের বিনা সুদে কৃষিঋণ বিতরণের আপাতত কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। রোববার বিকেলে জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে এমনটা জানান তিনি। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষকদের সুদবিহীন কোনো ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। তবে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে কৃষকদের মাঝে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। আমির খসরু বলেন, ব্যাংক আমানতদারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানত গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে থাকে। সংগৃহীত আমানতের ওপর ব্যাংক কর্তৃক আমানতদারীদের সুদ প্রদান করতে হয় বিধায় প্রচলিত নিয়মে ব্যাংকের পক্ষে গ্রাহকদের সুদহীন ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয় না। পরে মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিসুর রহমান ও পাবনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আলী আছগারের একটি করে সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, বিনা জামানতে ১ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ বিতরণের কোনো পরিকল্পনাও আপাতত নেই। তবে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৃষকদের ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হয়েছে। এখনো কৃষকদের সহজে ঋণ দিতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা চলছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৯.২০২৬ আসাদ)

BBC

US ENVOYS ARRIVE IN UKRAINE FOR TALKS AFTER MEETING PUTIN IN RUSSIA

Two US envoys are hoping for "equally productive meetings" in Ukraine after holding talks with Russian President Vladimir Putin in Moscow on ending the war, US officials say. Steve Witkoff and Jared Kushner arrived in Kyiv on Sunday, having "discussed substantive plans for next steps" with Putin on Saturday, according to the White House. It is not yet clear exactly what they are, but an announcement is expected in the coming weeks, as efforts to end the war in Ukraine gather pace. This is the first trip by US President Donald Trump's top negotiators to Ukraine's capital. Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky have agreed to halt strikes on each other's capitals for three days. As Witkoff and Kushner were negotiating at the Kremlin, Zelensky said he and his team were "ready for the conversation", and that they were "interested in bringing the end of the war closer".
(BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

VOLCANO ERUPTION LEAVES 1,50,000 PASSENGERS STRANDED IN INDONESIA

More than 1,50,000 passengers have been left stranded after a volcanic eruption forced Indonesian authorities to temporarily suspend operations at six airports. Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport was the first to be closed on Sunday morning after ash from Anak Krakatau was detected in airspace near the airport. Transport minister Dudy Purwagandhi said so far 467 flights have been affected and asked airlines to consider diverting some flights to other airports. The volcano had started erupting late on Friday night, generating continuous seismic activity, lava fountains, and booming sounds across surrounding regions. Two more eruptions happened early on Sunday, authorities said.
(BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

TV PRESENTER AMONG 12 SENTENCED TO DEATH IN EGYPT DRUGS CASE

Egyptian television presenter Sarah Khalifa and 11 other people have been sentenced to death by hanging after being convicted of drugs charges. According to state-owned al-Ahram newspaper, they were part of a criminal gang which imported ingredients used to make drugs with the intent of selling them. They also had illegal firearms and munitions. Khalifa, 39, is best known for her TV programme Mission Impossible which dealt with crime issues. She has denied the charges. Nine fellow defendants have been sentenced to life imprisonment, while seven have been acquitted. Khalifa's lawyer said she would appeal the death sentence. The verdict was first announced last month. However, it was only confirmed a month later after the court obtained a religious opinion from the grand mufti of Egypt - a legal requirement in death sentence cases. (BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

64-YEAR-OLD NEPALI WOMAN IS FOUND ALIVE IN MUD-BURIED HOME

More than 10 days after a wall of ice, rock and mud tore through a Himalayan valley in Nepal, rescuers continue to find survivors. Chandika Shreshta, a 64-year-old woman, was discovered alive on the fourth floor of her partially buried house in the Nuwakot district by Nepal's Armed Police Force on 5 September, according to Reuters. She was airlifted to a hospital in Kathmandu for treatment, Reuters reported.
(BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

US AND IRAN TRADE RETALIATORY ATTACKS ON SHIPS AS CONFLICT FLARES

The US and Iran traded retaliatory attacks on ships on Saturday, in the latest round of strikes since fighting flared up a week ago following a month of relative calm. The US military said it had "permanently disabled" two Iran-linked oil tankers, including one near Kharg Island, and "completely destroyed" a third in the Gulf of Oman. Iran's state media confirmed the strikes and said Tehran had attacked three US-affiliated vessels in response, as well as three oil tankers travelling through the Strait of Hormuz along an "unauthorized" route. The BBC has approached US Central Command (Centcom) for comment about Iran's latest claims to have targeted US ships. The strikes come a day after President Donald Trump dismissed the conflict as "small potatoes", with little apparent progress towards ending the six-month war. He has not commented on Saturday's attacks. (BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

PALESTINIANS IN GAZA BURY REMAINS OF 100 PEOPLE RECOVERED FROM RUBBLE

Palestinians in northern Gaza are holding funeral ceremonies for about 100 people, including 60 children, whose remains were recovered from the rubble of destroyed buildings in Gaza City's Zeitoun neighbourhood. The remains were carried on Sunday by family members from Zeitoun to al-Ma'madani cemetery in central Gaza City for burial. Civil defence crews and family members had spent weeks digging through the ruins of homes his during Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza, which began in October 2023. Many of the victims were part of the extended Malaka family, which alone lost 55 members.
(BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

ISRAELI AIR ATTACKS ON LEBANON KILL AT LEAST FOUR

Israeli air attacks have killed at least four people and wounded 20 others in southern Lebanon in the latest Israeli escalation despite a truce. The strikes began at dawn on Sunday and hit Nabatieh, Arab Salim, Nabatieh al-Fawqa and Kfar Reman, Lebanon's official National News Agency (NNA) reported. Two women were killed and six people wounded in an air attack on Arab Salim after Israeli forces issued a forced displacement order for a building in the town, NNA reported. Lebanon's Health Ministry reported that at least two people were killed in an Israeli air strike on Nabatieh al-Fawqa. An air strike on Nabatieh city also destroyed a historical building owned by the brother of a Lebanese member member of parliament, damaging several buildings nearby.
(BBC News Web Page: 06/09/26, FARUK)

:: THE END ::